চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 8 January, 2020 ■ আগরতলা, ৮ জানুয়ারী , ২০১৯ ইং ■ ২২ পৌষ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে সিএএ বলবৎ হলে ফের অনির্দিষ্টকালের জাতীয় সড়ক অবরোধের হুঁশিয়ারি যৌথ ফোরামের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন রাজ্যে চালু হলে আবারও জাতীয় সড়ক অবরোধে বাধ্য হবে যৌথ আন্দোলন ফোরাম। মঙ্গলবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত সভা থেকে এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ফোরামের সদস্য চিত্ত দেববর্মা। তাছাড়া এই ইস্যুতে আগরতলায় মিছিলের অনুমতি না দেওয়ায় পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন তিনি। উষ্মা প্রকাশ করে চিত্ত বলেন, মিছিল কিংবা সভা করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু ওই অধিকার আদায়ে বার বার হাইকোর্টের কড়া নাড়তে হচ্ছে আমাদের।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় যৌথ আন্দোলন ফোরাম আবারও আন্দোলনমুখী হয়েছে। ফোরামের সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি খেলাপের অভিযোগ এনেছেন। ফোরামের কনভেনর অ্যান্থনি দেববর্মা আজ আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে অস্থায়ী সভামঞ্চ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে বিষোদগার প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই আইন নিয়ে পুনরায় আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, কেন্দ্রের অনুরোধে অনির্দিষ্টকালের ত্রিপুরা বনধ প্রত্যাহার করেছিলাম আমরা। কিন্তু আমাদের দাবিকে গুরুত্ব দেওয়া না হলে আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

এদিন ফোরামের সদস্য চিত্ত দেববর্মা বলেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোনও উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। তাই, আবারও রাস্তায় নেমে প্রতিবাদী হতে বাধ্য হয়েছি। তিনি আজ ত্রিপুরা পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, আগরতলা শহরে যৌথ আন্দোলন ফোরাম পুলিশের কাছে মিছিলের অনুমতি চেয়েছিল। কিন্তু পুলিশ আমাদের অনুমতি দেয়নি। অথচ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই শহরেই মিছিলের অনুমতি পাচ্ছে। তিনি ত্রিপুরা পুলিশের বিরুদ্ধে বিমাতৃসুলভ আচরণের অভিযোগ এনেছেন। তাঁর কটাক্ষ, আগরতলায় মিছিল করতে অতীতে আমাদের হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়তে হয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এমন আচরণ কাম্য নয়। তিনি পুলিশের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে জানতে চান, আমরা কি এই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েও সমস্ত অধিকার হারিয়েছি?

চিত্ত দেববর্মা আজ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব বিলের বিরোধিতায় যৌথ আন্দোলন ফোরাম অনির্দিষ্টকালের জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছিল। সেই আন্দোলন কেন্দ্রের অনুরোধে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। কিন্তু সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন ত্রিপুরায় চালু হলে ফের জাতীয় সড়ক অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধে আমরা বাধ্য হব। তাঁর সাফ কথা, ঐতিহাসিক কারণে ত্রিপুরায় জনজাতিরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছেন। নতুন করে আমরা বোঝা বইতে পারব না।

যৌথ ফোরামের মিছিল ও সভাকে ঘিরে রণসাজে পুলিশ। ছবি- নিজস্ব।

আজ ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে বনধ

শাসক-বিরোধী সম্মুখ সমরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। ট্রেড ইউনিয়নের বনধকে ঘিরে সম্মুখ সমরে শাসক-বিরোধী উভয় শিবির। বিরোধীরা বনধের সমর্থনে এবং শাসক দল বিজেপি বনধের বিরোধীতায় সরব হয়েছে। আগামীকাল এর ছায়া দেখা যাবে। তবে, বনধকে ঘিরে রাজ্যের পরিস্থিতি কি হবে তা অনুমান করা যাচ্ছে না।

আগামীকাল ট্রেড ইউনিয়নের ডাকা বনধ-এর বিরোধিতা করে মঙ্গলবার ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও পথসভা করেছে বিজেপি। এদিন সন্ধ্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি-র প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর কাছে আহূত বনধ প্রত্যাখানের আবেদন জানান। সাথে বনধকে ঘিরে ত্রিপুরার শান্তি বিঘ্নিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, আজ কৈলাসহরে আহূত বনধকে ঘিরে মিছিল পাল্টা মিছিলে বিজেপি এবং সিপিএমের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। অবশ্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরা সরকার আগামীকাল সমস্ত অফিস, স্কুল, কলেজ এবং সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলি খোলা রাখতে এবং সমস্ত কর্মচারীদের নিজের নিজের কর্মস্থলে উপস্থিত থাকার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

প্রসঙ্গত, ৮ জানুয়ারি সারা দেশের সাথে ত্রিপুরায়ও বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন বনধ ডেকেছে। ওই বনধকে বিরোধী সিপিএম সমর্থন জানিয়েছে। বনধের বিরোধিতা করে গতকাল থেকেই সারা রাজ্যে প্রচার চালিয়েছে শাসক দল বিজেপি। আজ ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে শাসকদলের কর্মীরা সভা ও মিছিল করে বনধের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছেন।

এদিন বিজেপি-র প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দেওয়াই বামপন্থীদের একমাত্র উদ্দেশ্য। তাই বনধ-এর মাধ্যমে আবারও ত্রিপুরা-সহ গোটা দেশকে লোকসানের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাঁরা। তিনি বলেন, দেশ ও জাতির ক্ষতি হবে এমন কোনও আন্দোলনকে বিজেপি সমর্থন করে না। তাই বনধ-এর বিরোধিতা করে টানা দুদিন ধরে সারা ত্রিপুরায় প্রচার চালানো হয়েছে। এমন-কি, আগামীকালও বনধ-এর বিরুদ্ধে বিজেপি কর্মীরা রাস্তায় নামবেন। তিনি ত্রিপুরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানান, বনধকে ঘিরে রাজ্যের শান্তির পরিবেশ বিঘ্নিত হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে।

এদিকে, আজ ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে আগামীকালের বনধকে ঘিরে মিছিল পাল্টা মিছিলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এদিন বিকেল চারটায় বিজেপি শ্রীরামপুর থেকে বনধ-এর বিরোধিতা করে মিছিল শুরু করে। পুরনো মোটর স্ট্যান্ডের সামনে এসে বিজেপি কর্মীরা পথসভায় মিলিত হন।

অন্যদিকে বিকেল পাঁচটা নাগাদ সিপিএম বনধ-এর সমর্থনে মিছিল বের করে। তাতেই দেখা দেয় বিপত্তি। দুই দল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পরে। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠায়

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্ভয়া কান্ড : ধর্ষকদের মৃত্যুদণ্ড বহাল, ফাঁসি ২২শে

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.)।। ম্যুদণ্ড বহাল থাকল নির্ভয়ার ধর্ষকদের। ধর্ষণে অভিযুক্ত চারজনকেই ফাঁসির নির্দেশ দিল দিল্লির আদালত। মঙ্গলবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টের তরফে ফাঁসির দিন ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২২ জানুয়ারি সকাল ৭ টায় ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুকেশ, অক্ষয়, পবন, বিনয়- চারজনকেই ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগেই এক অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডের রিভিউয়ের আবেদন জানানো হয়েছিল। সেই আবেদন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের তিন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ দোষী অক্ষয় সিংয়ের মৃত্যুদণ্ডাদেশই বহাল রাখে। উল্লেখ্য, ২০১২-তে এক ভয়াবহ ঘটনায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছিল এক তরুণীর। দেশের মানুষ তাঁকে নাম দিয়েছিল নির্ভয়া। ফাঁকা বাসে নৃশংস গণধর্ষণের শিকার হন ওই তরুণী। বিচারের আশায় দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁর মা আশা দেবীকে। অনেক চোখের জল ফেলেছেন তিনি। দিনের পর দিন ধর্ষণের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছেন। দু'বছর আগেই অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। এরপর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়ায় ফাঁসি কার্যকর হয়নি। হাল ছাড়েননি নির্ভয়ার বাবা-মা। মেয়ের আত্মা যাতে শান্তি পায়, তার জন্য দোষীদের শাস্তি চেয়েছেন বারবার। প্যারামেডিক্যালের ছাত্রী ও তার এক বন্ধু সিনেমা দেখে ফিরছিলেন। দিল্লির মুনিরকায় অপেক্ষা করছিলেন অটোর জন্য। দ্বারকা ফেরার কথা ছিল তাঁদের। কোনও গাড়ি না পেয়ে একটা অফ ডিউটি চার্টার্ড বাসে উঠে পড়েন দু'জনে। বাসে উঠেন দেখেন, ড্রাইভারের কেবিনে বসে আছে চারটি ছেলে আর দু'জন কেবিনের পিছনে। বাকি গোটা বাসটা খালি। বাসের বাঁদিকে বসেছিলেন তাঁরা। ২০ টাকা ভাড়াও দেন। এয়ারপোর্টের কাছে ফ্লাইওভারের নিচে পৌঁছয় বাস। হঠাৎ ড্রাইভারের কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে চারটি ছেলে। ছেলেগুলো ধর্ষণ করে তাঁকে। আটকাতে গেলে একটি ছেলে তাঁর শরীরের গোপন অঙ্গে রড ঢুকিয়ে দেয়। মেয়েটি তখন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। অর্ধ-নগ্ন, অচেতন যুবতী ও তাঁর বন্ধুকে বাস থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে যায়। রাত ১১টায় তাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সফদরজং হাসপাতালে সাতদিন ধরে চলে জীবন-মরণ লড়াই।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারিবারিক অশান্তির জের স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে নৃসংশভাবে খুন করলেন স্বামী। কৈলাসহরের মাগুড়িউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় সংগঠিত এই বর্বরতম ঘটনায় জনমনে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ইরানি থানার পুলিশ জানিয়েছে, রমিজ আলী তার স্ত্রী হোসনা বেগমকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন করেছে। ওই ঘটনায় মামলা রুজু হয়েছে। ঘাতক স্বামী এখন পলাতক।

পেশায় দিন মজুর রমিজ আলীর সাথে ৮ মাস পূর্বে সামাজিক রীতি মেনে হোসনা বেগমের সাথে বিয়ে হয়েছিল। প্রতিবেশীদের বক্তব্য, রমিজ আলীর মাথায় সামান্য সমস্যা রয়েছে। তাই, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হতো। জনৈক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, মাঝে দুই পরিবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়েছে। কিন্তু, আজ এমন পরিণতি হবে তা কেউ কল্পনাও করেনি।

ইরানি থানার পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকালে রক্তাক্ত অবস্থায় ওই মহিলাকে দেখতে পেয়ে তাদের প্রতিবেশীরা গ্রাম প্রধানকে খবর দেন। গ্রাম প্রধান এসে দেখে তিনি পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে ওই মহিলাকে খুন করা হয়েছে। তবে, ঘটনাস্থলে কোন অস্ত্র উদ্ধার হয় নি। ওই ঘটনায় পুলিশ মামলা রুজু করেছে। তবে মৃতার স্বামী পলাতক। পুলিশের দাবি, আজকের মধ্যেই মৃতার স্বামীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে পুলিশ। এদিকে, মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর মৃতার পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে পুলিশ।

এসজিএসটি-র দ্বিতীয় সংশোধনী রাজ্য মন্ত্রিসভায় গৃহীত : শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। স্টেট গুডসঅ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (এসজিএসটি)-এর দ্বিতীয় সংশোধনী আজ রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়া ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাসিলিটেশন প্রথম সংশোধনীও মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়েছে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, আজ রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফ্যাসিলিটেশন প্রথম সংশোধনী বিল-২০২০-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে ২০১৯ সালে এ-বিষয়ে একটি বিল পাশ করা হয়েছিল। পরে দেখা যায় ওই বিলে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। তাঁর দাবি, সংশোধিত বিলে নতুন কিছু বিষয় যুক্ত করা হয়েছে। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, কোনও শিল্পোদ্যোগী ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপন করার জন্য আবেদন করে যদি দেখেন অনুমোদন পেতে দেরি হচ্ছে তখন তাঁর দফতরের কাছে দেরির কারণ জানার অধিকার থাকবে। যদি কোনও অফিসার ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করেন তা-হলে তাকে প্রতিদিন ১,০০০ টাকা করে সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা করা হবে। তবে এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখবে। সাথে তিনি যোগ করেন, যদি কোনও শিল্পোদ্যোগী শহর ও শহরতলিতে শিল্প স্থাপন করতে চান তবে ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি-র অনুমোদন নিতে হবে। এখন থেকে নতুন শিল্প স্থাপনের স্থান শিল্প ও বাণিজ্য দফতর, অগ্নিনির্বাপক দফতর, আগরতলা পুর নিগম এবং ফ্যাক্টোরিজ ও বয়লার্স দফতর যৌথভাবে পরিদর্শন করবে, জানান তিনি।

এদিন তিনি আরও জানান, জিএসটি কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে ত্রিপুরা স্টেট গুডসঅ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স-এর দ্বিতীয় সংশোধনী আজ মন্ত্রিভার বৈঠকে গৃহীত হয়েছে। এই সংশোধনীতে নতুন তিনটি ধারা যুক্ত করা হয়েছে। আগে সংশোধিত ধারা ছিল ১৮টি। এখন সর্বমোট ধারা হবে ২১টি। সাংবাদিকদের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চার এটিএম হ্যাকার আরও সাতদিনের পুলিশ রিমান্ডে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। রাজ্যের সর্ববৃহৎ এটিএম হ্যাকিঙের ঘটনায় ধৃত চার হ্যাকারকে ফের সাতদিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। সর্ববৃহৎ এটিএম জালিয়াতি কাণ্ডে চার হ্যাকারকে রাজ্যে আনতে সক্ষম হয়েছে ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখা। গত বৃহস্পতিবার তাদের আদালতে সোপর্দ করে সাতদিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়েছিল সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ। আদালত সেদিন ছয়দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছিল। বুধবার ফের তাদের আদালতে তোলা হয় এবং ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুনরায় পুলিশ রিমান্ডের জানায়। আদালত সাতদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে। ওই চারজনকে কলকাতার বেলঘড়িয়ায় গ্রেফতার করেছিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ।

প্রসঙ্গত, আগরতলা শহরের বিভিন্ন এটিএম হ্যাক করে ৭০ লক্ষাধিক টাকা লুটে নিয়েছিল এরা। ওই হ্যাকিঙে তুর্কির বাসিন্দা হাকান জানবুরকান, ফেতাহ আলদেমির এবং দুই বাংলাদেশি নাগরিক মহম্মদ হান্নান ও মহম্মদ রফিকুল ইসলাম যুক্ত ছিল। অসমেও তারা এটিএম হ্যাকিং করেছিল। অসম পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিশ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভা অধিবেশন ১৭ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। বিধানসভার শীতকালীন তথা বিশেষ অধিবেশন আগামী ১৭ জানুয়ারি। মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছেন, আগামী ১৭ জানুয়ারি রাজ্য বিধানসভার শীতকালীন তথা বিশেষ অধিবেশন শুরু হবে। প্রথা অনুযায়ী প্রতি ইংরেজি

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগরে মহিলা-সহ এক ডজন শিশুশ্রমিক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর শহর এলাকা-সহ পানিসাগর বাজারে সচেতনতামূলক অভিযান চালিয়ে এক ডজনের বেশি শিশুশ্রমিক উদ্ধার করেছেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং ধর্মনগর চাইল্ডলাইনের কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার বেলা ১১-টা নাগাদ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং ধর্মনগর চাইল্ডলাইনের জাম্পুই সাবসেন্টারের যৌথ উদ্যোগে শিশুশ্রমরোধে সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়েছে।

সচেতনতামূলক এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির শক্তিনারায়ণ ভৌমিক, মিহিররঞ্জন দেবনাথ, তপতি দাস, সুমিত্রা ধর এবং চাইল্ডলাইন ধর্মনগর জাম্পুই সাবসেন্টারের অঙ্কিতা দেব, পুষ্প রায়-সহ পানিসাগর পুলিশের কর্মীরা। অভিযানকালে পানিসাগর বাজারের প্রায় সবকয়টি চায়ের দোকান, রেস্টুরেন্ট, গাড়ি মেরামতের গ্যারেজ, বেকারি, মুদিখানা, শপিংমলে মোট এগারোজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুশ্রমিকের সন্ধান পেয়ে তাদের উদ্ধার করেছেন তাঁরা।

অভিযানকারীরা জানান, পারিবারিক অস্বচ্ছলতা এবং শিক্ষার অনগ্রসরতার ফলে আজ এই সব অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুরা বাধ্য হয়ে জীবনজীবিকার তাগিদে শ্রমিকের কাজ করছে। তাদের পারিবারিক অস্বচ্ছলতাজনিত দুর্বলতার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিকিৎসক আক্রান্ত, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। স্ত্রীর সামনেই আক্রান্ত হলেন চিকিৎসক স্বামী। স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে গাড়িতে যাওয়ার সময় তার গাড়িতে বাইকে করে নিয়ে আসা কাঠ লেগে দাগ পড়ে যায়। ওই ঘটনায় চিকিৎসক বীরেশ্বর সাহা, বাইক চালক বাবলা দাসকে বকাবকি করেন। তাতে তার বাবা ছুটে এসে চিকিৎসকের সাথে দূর্ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ওই চিকিৎসককে বাইক চালক বাবলা দাসের বাবা গোবিন্দ দাস মারধর করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় চিকিৎসক থানায় মামলা করলে পুলিশ অভিযুক্ত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ত ঘোটালা জামিন পেলেন সুনীল ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। পূর্ত ঘোটালায় অবশেষে জামিন পেলেন পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ারিং চিফ সুনীল ভৌমিক। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি অরিন্দম লোধ তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছেন।

এবিষয়ে আইনজীবী পিযুষ কান্তি বিশ্বাস বলেন, আদালত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুমুলুঙে গণ-অবস্থানের নামে অর্ধনগ্ন আইপিএফটি কর্মীদের পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। 'শান্তিপূর্ণ গণ-অবস্থান'-এর নামে অর্ধনগ্ন হয়ে পথ অবরোধ করল ত্রিপুরায় শাসক জোট আইপিএফটি। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা, এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক রাজ্য গঠন এবং ত্রিপুরায় এনআরসি চালুর দাবিতে গতকাল সোমবার থেকে খুমুলুঙে অনির্দিষ্টকালের গণ-অবস্থানে বসেছেন এনসি দেববর্মারা। কিন্তু আজ তাঁরা কার্যত অশান্ত হয়ে উঠেছিলেন। দলীয় পুরুষ কর্মীরা এদিন গণ-অবস্থান স্থলে অর্ধনগ্ন হয়ে পথ অবরোধ করলে এলাকায় উত্তেজনা ছাড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য পুলিশের হস্তক্ষেপে ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যেই তাঁরা অবরোধ তুলে নেন। এ-বিষয়ে আইপিএফটি সভাপতি এনসি দেববর্মা-সহ দলের কোনও শীর্ষ নেতাই মুখ খুলছেন না। অতীতেও আইপিএফটি-র উশৃঙ্খল আন্দোলন ত্রিপুরাবাসী প্রত্যক্ষ করেছেন। বাম জমানায় জাতীয় সড়ক অবরোধে আইপিএফটি কর্মীরা নগ্ন হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই আবারও পরিস্থিতে সেই দিকে মোড় নিচ্ছে কিনা, সে-বিষয়টি প্রশাসনকে যথেষ্ট চিন্তায় ফেলেছে।

আজ সকাল থেকে গণ-অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে অংশ নেন আইপিএফটি কর্মীরা। খুমুলুঙের দুকমালি বাজারে তারা গণ-অবস্থান করছিলেন। দুপুরের পর হঠাৎ কয়েকজন আইপিএফটি পুরুষ কর্মী অর্ধনগ্ন হয়ে পথ অবরোধে বসেন। আচমকা এই পরিস্থিতি দেখে সেখানে উপস্থিত নিরাপত্তা কর্মীরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

আইপিএফটি কর্মীদের পথ অবরোধে স্থানীয় জনমনে রীতিমতো আতঙ্ক দেখা দেয়। কারণ, তারা শুধু শান্তিপূর্ণ গণ-অবস্থান করবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন। এমন-কি গতকাল আইপিএফটি সভাপতি তথা ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মাও সেই দাবি করেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, আইপিএফটি কর্মীদের স্লোগানে ভীষণ ঝাঁঝ ছিল। দাবির সমর্থনে তাদের জ্বালাময়ী স্লোগান স্বাভাবিকভাবেই শান্ত পরিবেশকে মুহূর্তের মধ্যে অশান্ত করে তুলেছিল। এ-বিষয়ে জিরানিয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার বলেন, আইপিএফটি কর্মীরা প্রায় দু-ঘণ্টা পথ অবরোধ করেছিলেন।

পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তারা অবরোধ তুলে নেন। তবে গণ-অবস্থানস্থলে তারা যেহেতু পথ অবরোধ করেছিলেন তাই কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। সুমনবাবু বলেন, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। স্থানীয় জনগণের ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ৯০ ▫ ৮ জানুয়ারি ২০২০ ইং ▫ ২২ পৌষ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

উপজাতি জীবনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব

নতুন বছরে নতুন আশায় জাগিয়াছে বিজেপির ছোট শরিক আইপিএফটি। শীতের দাপট তাহাদের ঠান্ডা করিতে পারে নাই। অনির্দিষ্ট কালের গণ অবস্থান শুরু করিয়াছে সোমবার হইতে এডিসির সদর খুমুলুঙের কাছে ডুকমালি বাজারে। গণঅবস্থানের সূচনা করিয়াছেন আইপিএফটি সভাপতি তথা ত্রিপুরার রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা। তিনি জানাইয়াছেন ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশকারীর হিসাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আছে। ত্রিপুরায় আবারও জনবিস্ফোরণ আটকাইতে সংশোধিত নাগরিকত্ব বিলের বিরোধীতায় এবং ত্রিপুরায় এনআরসির দাবীতে এই গণঅবস্থানের ডাক দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানানো হইয়াছে। নাগরিকত্ব সংশোধনীর বিরোধীতা, রাজ্যে এনআরসি চালু করা এবং পৃথক রাজ্যের দাবীতে অনির্দিষ্টকালের গণঅবস্থানে আইপিএফটি রাজনীতিতে নতুন করিয়া জনভিত্তি গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। যে দলের নীতি সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরোধী সেই দলের সঙ্গে জোট বাঁধিয়া সরকারে যুক্ত থাকিবার ঘটনা নীতি বহির্ভূত বলিয়া অনেকেই মন্তব্য করেন। যে শরিকের ভাগ্য, ভাবমূর্তি নিয়া প্রশ্ন ও নীতিগত আকাশ পাতাল পার্থক্য সেই দলের সাথে মন্ত্রীত্বে থাকিয়া আইপিএফটি ক্ষমতার লোভকেই অন্য ক্ষেত্রে প্রাধান্য আছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই সব লোভি নেতারা দেশের ও দলের জন্য কি করিতে পারে এই প্রশ্ন উঠিতেছে।

এডিসি নির্বাচনের লক্ষ্যে আইপিএফটি এখনই ময়দানে নামিয়া পড়িয়াছে। নাগরিকত্ব সংশোধিত আইনের বিরুদ্ধে ও এনআরসি চালুর দাবী নিয়া এনসি দেববর্মারা রাজ্যে আন্দোলনের তেমন বেগ আনিতে পারে নাই। এডিসি এলাকার জনমনে বিষয়টি এখন ধোঁয়াশার মতো রহিয়া গিয়াছে। এই ইস্যু ছাড়া বরং কাজ, খাদ্য ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নটিই সেখানে মুখ্য ভূমিকায় আছে বলা যাইতে পারে। রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ের পরিস্থিতি তো দিনে দিনেই খারাপ হইতেছে। কাজ ও খাদ্যের অভাব দেখা দিয়াছে। অথচ আইপিএফটি সরকারে থাকিয়া দিব্যি ক্ষমতার সুখ ভোগ করিতেছে। রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়া দল একেবারেই নীরব। অথচ পাহাড়ে আইপিএফটির তৃণমূল স্তরের নেতারা বিজেপির বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাইয়া চলিতেছে। এডিসি নির্বাচনে যে বিজেপির সঙ্গে আইপিএফটির সমঝোতা বা জোট হইবে না সে বিষয় স্পষ্ট। এমন জোট রাজনীতি ভূভারতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। দলের মন্ত্রী শীর্ষ নেতারা ক্ষমতার সুখ ভোগের নিমিত্ত সব নত মস্তকে মানিয়া নিবেন অথচ ময়দানে দুই দলে যুদ্ধ করিবেন ইহা তো চরম দ্বিচারিতা। ত্রিপুরার উপজাতি অংশের মানুষ বরাবরই উভয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রীতি সহাবস্থানেই বিশ্বাসী। এই নেতারাই নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার লক্ষ্যে বিভেদের রাজনীতি চালাইয়া যায়। এরাজ্যে এত সম্প্রীতিতেও ফাটল ধরিয়াছিল। ১৯৮০ সালে ভয়াবহ গঙ্গায় ত্রিপুরা পুড়িয়াছে। রক্তাক্ত হইয়াছে, বহু প্রাণহানি ঘটিয়াছে, এসব বিষয় মাথায় রাখিয়াই এখানে যদি রাজনীতির ক্ষেত্রে সংযত বক্তব্য রাখা না যায় তাহা হইলে শান্তির ত্রিপুরায় অশান্তির আঁচ লাগিতে পারে। ত্রিপুরায় সুবিধাবাদী ও দ্বিচারিতার রাজনীতি যাহারা করিতেছেন তাহাদের জবাব তো দিতেই হইবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে সারা দেশে এনআরসি চালুর পক্ষে যে দল সেই বিজেপির সঙ্গে সরকারে থাকে কিভাবে এনসি-মেবাররা। ইহা কোন্ বিরোধীতা? যে দল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের রূপায়নে বদ্ধপরিকর সেই দলের সঙ্গে সরকার চালায় কিভাবে আইপিএফটি? ইহা ধোঁকাবাজির রাজনীতি। এই লোক দেখানো, সুবিধাবাদী রাজনীতির কারণে এইবারেই এডিসি নির্বাচনে এই দলের পায়ের তলার মাটি থাকিবে কিনা সন্দেহ।

রাজ্যের সহজ সরল উপজাতিদের নিয়া এই সুযোগ সন্ধানী রাজনীতির কারণে রাজ্যের উন্নয়নে অনেক বেশী সমস্যার পাহাড় তৈরী করা হইতেছে। উপজাতি উন্নয়নে এরাজ্যের উপজাতি নেতাদের যতখানি তৎপরতা তাহার সবটাই রাজনীতির সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে। উপজাতি অংশের মানুষ সত্যিকার অর্থে হাবুডুব খাইতেছে। কোনটা সঠিক আর কোনটা বেঠিক তাহাই যেন ঠাহর করিতে পারেন না। আর এজন্যই এরাজ্যের উপজাতি রাজনীতি নানা আকাবাঁকা পথে আগাইয়াছে। সত্যিকার অর্থে উপজাতি জীবনে এখন দানা বাঁধিয়াছে সংশয় সন্দেহ। প্রকৃত বন্ধুকে তাহা খুঁজিবারই যেন নিরন্তর প্রয়াস চলিতেছে।

সংশোধনী

মঙ্গলবার জাগরণের দ্বিতীয় পাতায় "ভারতীয় রাজনীতি আজ কোন্ পথে" শীর্ষক নিবন্ধে লেখকের নাম হরিগোপাল রায়-এর বদলে পড়তে হবে হরিগোপাল দেবনাথ।

বিহারে স্ত্রী ও স্বামীকে গলা কেটে নৃশংস খুন, তদন্তে পুলিশ

পাটনা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলায় স্বামী-স্ত্রীকে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুন করল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরাঊ পূর্ব চম্পারণ জেলার সুগৌলী থানার অন্তর্গত ছপরা বহাসের লালা টোলা গ্রামের ঘটনাঊ সোমবার গভীর রাতে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীকে গলা কেটে খুন করেছেঊ নৃশংস এই হত্যাকাণ্ড প্রকাশ্যে আসে মঙ্গলবার সকালেঊ মৃতদের নাম হল-পেশায় শ্রমিক তবরেজ আলম (২১) এবং বেগম হসকুন নিশা (২০)ঊ

পুলিশ সূত্রের খবর, লালা টোলা গ্রামে অবস্থিত দো-তলা বাড়িতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকতেন তবরেজ ও নিশাঊ পরিবারে তিন ভাই এবং তিন বোনঊ প্রতিদিনের মতো সোমবার রাতেও বাড়িতে ঘুমিয়েছিলেন তবরেজ এবং তাঁর স্ত্রী নিশাঊ রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর গলা কেটে খুন করার পর চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরাঊ মঙ্গলবার সকালে তবরেজের মা বহু ডাকাডাকি করেও ছেলে-বৌমার কোনও সাড়াশব্দ পাননিঊ পরে ঘর থেকে উদ্ধার হয় গলা কাটা জোড়া মৃতদেহঊ পরিবার সূত্রের খবর, বছর খানেক আগেই তবরেজ ও নিশার বিয়ে হয়েছিলঊ নিশা সাত মাসের গর্ভবতী ছিলেনঊ মামলা রুজু করে নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহারাষ্ট্রের পালঘর-এ প্রাচীন ভাসাই দুর্গে আগুন, হতাহতের খবর নেহ

পালঘর, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলায় প্রাচীন ভাসাই দুর্গে অগ্নিকাণ্ডঊ এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ ভাসাই দুর্গেরও কোনও ক্ষতি হয়নিঊ তবে, দুর্গ চত্বরের বেশ কয়েকটি গাছ পুড়ে গিয়েছেঊ মঙ্গলবার সকালে বেশ কয়েকজন মাদকাসক্ত যুবক দুর্গ চত্বরে বসেছিলঊ সকাল ন'টা নাগাদ আচমকাই আগুন ধরে যায়ঊ ওই যুবকদের মধ্যে একজন জ্বলন্ত সিগারেট শুকনো ঘাসে ছুঁড়ে মারার পরই আগুন ধরে যায়ঊ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে আগুনঊ

খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ইঞ্জিনঊ ঘন্টাখানেকের প্রচেষ্টায় সকাল দশটা নাগাদ আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়ঊ দমকল সূত্রের খবর, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইঊ ভাসাই দুর্গেরও কোনও ক্ষতি হয়নিঊ তবে, দুর্গ চত্বরের বেশ কয়েকটি গাছ পুড়ে গিয়েছেঊ ১১৮৪-তে তৈরি হয়েছিল প্রাচীন ভাসাই দুর্গঊ

জেএনইউ ক্যাম্পাসে হামলা : দায় স্বীকার করল হিন্দু রক্ষা দল

গাজিয়াবাদ, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের মারধর ও হামলার দায় স্বীকার করল হিন্দু রক্ষা দলঊ জেএনইউ ক্যাম্পাসে হামলার দায় স্বীকার করে আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন হিন্দু রক্ষা দল-এর জাতীয় সভাপতি পিঙ্কি চৌধুরীঊ জেএনইউ ক্যাম্পাসে হামলার দায় স্বীকার করে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেছেন পিঙ্কি চৌধুরীঊ যদিও, প্রকৃত সত্য জানতে তদন্ত শুরু করেছে গাজিয়াবাদ পুলিশঊ সাহিবাবাদ পুলিশ অফিসার রাকেশ মিশ্র জানিয়েছেন, ভিডিওটি খতিয়ে দেখা হচ্ছেঊ

সোমবার গভীর রাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও আপলোড করেন হিন্দু রক্ষা দল-এর জাতীয় সভাপতি পিঙ্কি চৌধুরীঊ ওই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই আলোড়ন পড়ে যায়ঊ পিঙ্কি চৌধুরী দাবি করেন, জেএনইউ ক্যাম্পাসে পড়ুয়াদের উপর হামলা চালিয়েছে হিন্দু রক্ষা দল-এর কর্মীরা।

বিজেপির অস্ত্রেই বিজেপি কাবু হচ্ছে

অপূর্ব দাস

পশ্চিবঙ্গে রাজনীতি নিয়ে মাতামাতির মাত্রা চিরদিনই একটু বেশি। রাজনৈতিক সচেতনতা, চর্চা ও আন্দোলনে অন্য রাজ্যের তুলনায় অকেটাই এগিয়ে এ রাজ্যে। বিধানসভা ভোটের বাকি এখনও দেড় বছর, কিন্তু সব রাজনৈতিক দলই তলে তলে জমি তৈরির প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। অনেকাট সেই চাষের আগে মাটি ঝুরঝুরে করে তোলার কাজ লাঙন, বদল ও বীজ বাছাই, সারের হিসেবপত্র ও জমির হালচাল মাপার মতো ব্যাপার স্যাপার। যে যার মতো কে বিভিন্ন দলের নেতৃত্ব শলাপরামর্শ করে সংগঠন ঢেলে সাজানো, নেতাদের দায়িত্ব বন্টন, পরিকল্পনাও স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা নিয়ে ব্যস্ততা চলছে ২০২১ এর বিধানসভার ভোটকে পাখির চোখ করে। বিধানসভা ফাইনাল হলে তার আগে রাজ্যের শতাধিক পুরসভার ভোট হচ্ছে সেমিফাইনাল, যেখানে শক্তি যাচাইয়ের সুযোগ পাচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলি। পায়ের তলার জমিটা কার কতটা শক্ত কি নরম, তার পরফ হয়ে যাবে এক নজরে। সম্ভবত মার্চের মধ্যে পুরভোটের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। তারপরেও বিধানসভা ভোটের জন্য এক বছর সময় পাবে দলগুলি রোগ দেখে ওষুধ প্রয়োগের। পুরভোট ও বিধানসভা ভোটের মধ্যে গুণগত ফারাক থাকলেও পুর এলাকায় সমর্থনের বিত্তি আন্দাজ করে ফাইলানের অনুশীলন শুরু করতে পারবে রাজনৈতিক দলগুলি। এখনও পর্যন্ত ত্রিমুখী লড়াইয়ের দিকে এগোচ্ছে সবাই। মাস ছয়েক আগে লোকসভার ভোটে এ রাজ্যের ফলাফলকে রাজনৈতিক দিক থেকে 'টেকটোনিক' বলা চলে। রাজ্যের ভোটাররাও ৩৪ বছরের বাম আনুগত্য থেকে সরে তৃণমূলের দিকে ঝুঁকে পড়ে ২০১১ -তে । সেটাও ছিল ভূমিকম্পের মতো। ২০১৬-তে মমতার পুনরায় ফেরা তুলনায় অনেকটাই সহজসাধ্য হয়। কিন্তু গত বছর মোদি ঝড়ের মুখে অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে তৃণমূলের। সাংসদ সংখ্যা ৩৪ থেকে ২২-তে পৌঁছায়। রাজ্যের রাজনৈতিক সচেতন মানুষের সমর্থনের প্রবণতা গেরুয়ার দিকে ঢলে পড়ার লক্ষণকে অনেকটাই ভূমিকম্পে তৃণমূলের ভিত নড়িয়ে দেওয়ার সমান। এই জয়ের নিরিখে বিধানসভার ১২৭ আসনে এগিয়ে থাকার সুবাদে বিজেপি নেতৃত্ব রাজ্যের ২৯৪ আসনের মধ্যে অন্তত ২০০ আসন। জয়ের ট্রার্গেট নেওয়ার কথা বার বার উল্লেখ করে। আচমকা ৪০.৫ শতাংশ ভোট পেয়ে, তৃণমূল থেকে বিধায়ক, নেতা ও কর্মীদের ধেয়ে আসার প্রবণতায় রাজ্যে সরকার পড়েই গেল বলে উল্লাস উথলে ওঠে, যদিও এখন গেল বলে উল্লাস উথলে ওঠে, যদিও এখন সেই লম্ফঝম্ফ থিতিয়ে গেছে বহুলাংশে। বিশেষ করে খড়গপুর সদর, করিমপুর ও বিশেষ করে খড়গপুর সদর করিমপুর ও কালিয়াগঞ্জ উপনির্বাচনে তৃণমূলের অভাবনীয় সাফল্যে। সিএএ ও এনআরসি নিয়ে যে তেজি গলায় ঘনঘন হুমকি দেওয়া হচ্ছিল, সেই সুর ও মিনমিনে হয়েগেছে দিলীপ ঘোষদের গলায়। মুসলিমরা কংগ্রেস ও তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে প্রমাণিত এবং এ নিয়ে বিজেপির বার বার খোঁচাও মেরেছে। এই অবস্থায় মুসলিম ভোটকে পাত্তা না দিয়ে হিন্দুভোট সুসংহত করে নিজেদের দিকে টনতে অমিত শাহ সংসদে অধিবেশনের শেষ দিকে সিএএ পাস করান। বিজেপি মনে করে এর ফলে হিন্দু ভোটব্যাঙ্কের ওপর তাদের অধিকার সুনিশ্চিত হবে। বিজেপি নেতৃত্বে জানে যে, রাজ্যের ২৯৪ বিধানসভা আসনের মধ্যে ৮০টি ভাদ্য স্থির করবে হিন্দু ভোট। মুসলিম ভোট করে ৯০ টি আসন। ৪০ থেকে ৫০আসনে উদ্বাস্তুরা ছড়িয়ে রয়েছেন।

তার মধ্যে ১০-১৫টি আসনে ভোটারদের মধ্যে উদ্বাস্তুদের প্রাধান্য বেশি। সিএএ'র প্রয়োজন বোজাতে বিজেপি বলেছে, এতদিন রাজ্যে বাম ও তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থেকেও উদ্বাস্তুদের জন্য কিছুই করেনি। মোদি ও অমিত শাহদের দাবি, অত্যাচারিত হয়ে তিন প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা হিন্দু সহ ছ'টি সম্প্রদায়ের মানুষকে নাগরিক স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন তাঁরা। সি এ এ'র ফলে দেশের দেড় কোটি মানুষ উপকৃত হবে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ৭২ লাখ। মতুয়া, রাজবংশী ও নমশূত্ররা সম্মানের সঙ্গে বাঁচবে এই আইনের জোরে। বিজেপির অঙ্ক উপকৃতরা তৃণমূলের দিক থেকে সরে আসবে। বিজেপি'র বিরুদ্ধে বাঙালি বিরোধী দল বলে যে অভিযোগের আঙুল তোলা হয়, তা আর করা যাবে না। এর নিট ফল হিসাবে হিন্দু ও মুসলিম ভোট বিভাজনের পথ আরও স্পষ্ট হবে এবং প্রকাশ্যে চলে আসবে তৃমমূলের মুসলিম তুষ্টিকরণ। এর ফায়দা পাবে বিজেপি, সিএএ আগামী দিনে ভোটে জেতার পথনির্দেশের কাজ করবে। অন্যদিকে তৃণমূল মনে করে এই আইনের ফলে বাঙালি ও বাংলার অভিয়োগের আঙুল তোলা হয়, তা আর করা যাবে না। এর নিট ফল হিসাবে হিন্দু ও মুসলিম ভোট বিভাজনের পথ আরও স্পষ্ট হবে এবং প্রাকাশ্যে চলে আসবে তৃণমূলের মুসলিম তুষ্টিকরণ। এর ফায়দা পাবে বিজেপি। সিএএ অগামী দিনে ভোটে জেতার পথনির্দেশের কাজ করবে। অন্যদিকে তৃণমূল মনে করে এই আইনের ফলে বাঙালি ও বাংলার গর্ব ঘা খেয়েছে। মানুষকেবিজেপি বোকা বানাচ্ছে। সমাজে অকারণ বিভেদ সৃষ্টি করছে। বাঙালির গর্বের জায়গায়, জাতীয়তাবোধে আঘাত পড়ায় গেরুয়ার হিন্দুত্ব তাস ব্যাকফায়ার করবে বিজেপির বিরুদ্ধে। অসমে এনআরসি নিয়ে যা হয়েছে সেরকমই সিএএ বুমেরাং হবে বিজেপির বিরদ্ধে। তৃণমূল নেত্রী আাগাগোড়াই লড়াই করে নিজের পায়ের তলায় জমি তৈরি করেছেন। কোনও কিছুরই তোয়াক্কা করেননি কোনওদিন। রাজনীতির ঘাঁতগোঁত ভালোমতোই জানেন, তাই উপনির্বাচনে প্রতিপক্ষের পর্যুদস্ত হওয়ার একাধিক কারণ থাকা সত্ত্বেও তিনি অন্যতম ইস্যু এনআরসি ভীতি নিয়ে আন্দোলনের অভিমুখ তীব্র করে তুলেছেন। রাজ্যের প্রধান প্রশাসক হয়েও তিনি সিএএ ও এনআরসি নিয়ে যেভাবে লাগাতার রাস্তায় নেমে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন, এর আগে কখনও কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়নি। নিজে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শহরে ও জেলায়, মেনকি তিনি মোদি ও অমিত শাহের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। সংসদে পাশ হওয়া কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োগে নীতিগতভাবে বিরোধিতা করার কথা বললেও আইনসঙ্গতভাবে মান্যতা দিতে হবে জেনেও তিনি 'বিনাযুদ্ধে নাহি দবে সূচগ্র মোদিনী' পণ করে মাথা নত করতে রাজি নন। পরিণতি কোন দিকে যাবে, তা ভবিষ্যৎই বলবে, আপাতত তিনি দেশজুড়ে সিএএ বিরোধী প্রতিবাদের প্রধান মুখ হয়ে উঠেছেন, বিরোধী দলগুলিকে এক মঞ্চে আনার একটা উদ্যোগও নিয়েছে তিনি। সেই লক্ষ্যে তিনি শরদ পাওয়ার ও সোনিয়া গান্ধিকে চিঠি দেন এবং রাঁচি ছুটি যান ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে। হয়তো প্রত্যাশাপূরণ হয়নি, কিন্তু কেরলের মুখ্যমন্ত্রী সিপিএমের পিনারাই বিজয়ন সিএএ নিয়ে একসঙ্গে রয়েছেন বলে তৃণমূল নেত্রীকে যে চিঠি দিয়েছেন, তা অন্য মাত্রা পেয়েছে বর্তমান অবস্থায়।

পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো নিদের আলগা হয়ে যাওয়া পায়ের তলার জমিটা ফের শক্ত করে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন মমতা। বিজেপি এই অস্ত্রটা না জেনেই তুলে দিয়েছে তাঁর হাতে। লোকসভা ভোটের ধাক্কা থেকে ঘুরে দাঁড়াতে মমতা একসময় মরিয়া হয়ে উপায় হাতড়ে বেড়ান, পেশাদারি সহায়তা নিতে প্রাশান্ত কিশোরকে এনে দলকে চাঙা করার জন্য ঝাঁপান। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান

রোকেয়া এবং বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের সূচনাপর্ব

গৌতম রায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

পাবনা জেলার প্রত্যন্ত একটি গ্রামের অত্যন্ত সাধারণ পরিবারের মেয়ে খায়রুন্নেছা যেভাবে তাঁর ওই গ্রন্থের নারী শিক্ষার পক্ষে সরব হয়েছেন, তার থেকে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কেবলমাত্র কলকাতা বা সংলগ্ন শহরগুলির অভিজাত পরিবারগুলিতেই নয়, গ্রামবাংলার মফস্বলের বিভিন্ন শহরে, এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামে ও মুসলমান পরিবারগুলির মধ্যে নানা সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে, আধুনিকতা চর্চার প্রতি, বিজ্ঞানমুখী আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের প্রতি, নারীর অর্থনৈতিক অধিকার, শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে তার স্বাধিকারের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপনের একটি অত্যন্ত ইতিবাচক সামাজিক পরিমণ্ডল তখন কিন্তু ধীরে ধীরে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

খায়রুন্নেছা খাতুনের বেশকিছু প্রবন্ধ নবনূর পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯১২ সালে খায়রুন্নেছা খাতুনের মৃত্যু হয়। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে পরিবেশে ভাগলপুরে বসে নারী শিক্ষা, নারী মুক্তির যে আলোকবর্তিকা জ্বেলেছিলেন রোকেয়া, তার সলতে পাকানোর কাজ বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতেও ঢিমে তালে হলেও ঘটেছিল। পরবর্তীকালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সিরাজগঞ্জ সম্মেলনী ভিতর দিয়ে বিঙ্গল প্যাক্ট হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির যে পটভূমিকা তৈরি করেছিল বা তারও পরে মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের নেতৃত্বাধীন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জেরে সালঙ্গ গণহত্যা, যা 'বাংলার জালিওয়ানাবাগ' নামে পরিচিত, দেশভাগের বিভেদ রেখাতেও যে আন্দোলনের রেশ বাঙালি মুসলমান নারীর জীবনকে মননকে ভেদাভেদের সরলরেখায় টানতে পারেনি---এসবের সামগ্রিক পরিবেশ রচনাতে পাবনার সিরাজগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রাম হোসেনপুরের অত্যন্ত সাধারণ বাঙালি মুসলমান ঘরের মেয়ে খায়রুন্নেছা খাতুনের একটি নিভৃত, নীরর ভূমিকা থেকে গিয়েছিল। বস্তুত রোকেয়ার সমাজবিপ্লবের পরিবেশ চরনা এঁরা সব নীরব কর্মী। রোকেয়ার থেকে চার বছরের ছোট ছিলেন মাসুদা খাতুন। হুগলি জেলায় আরামবাগ মহকুমার সেখপুরা গ্রামের ১৮৮৪ সালে মাসুদা খাতুনের জন্ম। পরবর্তীকালে তিনি মিসেস এম রহমান নামে বাংলার সামাজিক আন্দোলনের ইতিহাস এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পিতা খানবাহাদুর মাজহারুল আনোয়ার ছিলেন হুগলির একজন অত্যন্ত লব্ধপ্রতিষ্ঠা ব্যবহারজীবী। রোকেয়ার মতো প্রথাগত শিক্ষার কোনও সুযোগ মিসেস এম রহমন পাননি। রোকেয়া যেমন তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলে, বড় বোন করিমুন্নেসা এবং তাঁর পুত্রদের, যাঁরা ইতিহাসে গজনবী ভ্রাতা নামে বিখ্যাত, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যাঁদের ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক, তাঁদের সাহায্যে নিজেকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পেরেছিলেন।

তেমন সুযোগ কিন্তু মিসেস এম রহমান তাঁর শৈশবে পাননি। কারণ, তাঁর পিতা ছিলেন নারী শিক্ষার ঘোরতর বিরোধী। অথচ মাসুদা খাতুনের ছিল পড়াশুনার প্রতি গভীর আগ্রহ। তাঁদের বাড়িতে যে সমস্ত হিন্দু কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের সাহায্য নিয়ে অত্যন্ত, গোপনে, নীরবে, নিভৃতে, মাসুদা খাতুনের পারিবারিক পরিমণ্ডলে অভ্যন্তরীণ আধুনিক জ্ঞান,বিজ্ঞান চর্চার শুরু। এই কাজে অবশ্য তাঁর খুড়তুতো ভাইয়েরা তাঁকে অত্যন্ত গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন।

সেকালের প্রথা অনুযায়ী মাত্র ১১ বছর বয়সে ফুরফরার কাজী মাহমুদুর ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী মানুষ। তিনি তাঁর স্ত্রীর আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চা, বাংলা ভাষা, চর্চা, ইংরেজি ভাষা চর্চার আগ্রহ দেখে, সেই পথে তাঁকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছিলেন। মিসেস এম রহমান কিন্তু নবনুর পত্রিকায় রোকেয়ার প্রবন্ধ পড়েই লেখার বিষয়ে প্রথম উৎসাহ অনুভব করেন।

স্বামীর সহযোগিতায় তাঁর লেখার নকশা চলতে থাকে। প্রথম তাঁর

লেখা প্রকাশিত হয় 'সহচর' নামক একটি পত্রিকায়। তারপর ধীরে ধীরে ধুমকেতু, বিজলী, সাম্যবাদী, অভিযান, আত্মশক্তির মোহম্মদী ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিথ হতে থাকে। বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল তাঁকে মাতৃজ্ঞানে সম্বোধন করতেন। 'আম্মা' বলে ডাকতেন।

মিসেস এম রহমানের লেখা চানুচুর ও মুক্তির মূল্য, যথক্রমে ১৩৪৪ বঙ্গাব্দে এবং ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন, হুগলির কাজি মাহমুদুর রহমান অর্থাৎ স্বামী স্বয়ং। প্রকাশক ছিলেন, হুগলির কাজি মাহমুদুর রহমান অর্থাৎ, স্বামী স্বয়ং। এই গ্রন্থদুটি একাধারে বাংলার সামাজিক আন্দোলনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের ইঙ্গিতবাহী এক অনবদ্য সাক্ষ্য। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজে নারী জাতির অবস্থান, তাঁদের সামাজিক রীতিনীতি সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, সর্বোপরি ধর্মীয় আনুগত্য এবং পরিমণ্ডল বজায় রেখেই নারী স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার জয়গান, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দলিল।

মুক্তির মূল উপন্যাস উপন্যাসের ভেতর দিয়ে মিসেস অগ্রগতি রথচক্রকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে নারী জাতির ভূমিকা এবং অবদান বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ বিতর্কের অবতারণা করেছিলেন, তা বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

১৩২৯ বঙ্গাব্দের সহচর পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিশেষ এম রহমানের 'মা ও মেয়ে' উপন্যাস আধুনিকতার নিরিখে এক অনবদ্য উপাদান। সামাজিক নানা সংঘাত সংঘর্ষের ভেতরেও ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা এবং ধর্মীয় এবং ধর্মীয় অনুরাগ এই পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং লেমবন্ধনের ভিতর দিয়ে গ্রামীণ বাংলার মুসলমান সমাজের সামাজিক জীবনে মা ও মেয়ের সম্বন্ধের টানাপোড়েন কীভাবে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠানর লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার দিকে অনুপ্রেরণা জোগাচ্ছে, কেবলমাত্র পুরুষের সঙ্গে সংঘাতের ভিতর দিয়ে যে নারীর জীবনের পরিপূর্ণতা নয়, পুরুষের সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতার ভেতর দিয়ে পুরুষ সমাজের পুরুষতান্ত্রিকতাকে জয় করে নারী সমাজের চির কল্যাণময়ী মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রতিশ্রুতি উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা এক অনবদ্য অধ্যায়।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মিসেস এম রহমানের যে সমস্ত প্রবন্ধ এবং গল্প ছড়িয়ে আছে, সেগুলি (যা আজও কোনও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি) পড়লে বোঝা যায় রোকেয়ার নারীর জন্যে একটি সম্পূর্ণ, উন্মুক্ত আকাশ রচনার প্রেক্ষিত সৃষ্টিতে খ্যাত অক্যাত প্রাতঃস্মরণীয় নারীরা কতখানি কিংবদন্তী সূচক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

রোকেয়ার থেকে মাত্র ১২ বছরের ছোট ছিলেন নুরুন্নেছা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী। তিনি ১৮৯২ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার সাহাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা খোন্দকার হাবিবুস সোবহান ছিলেন মুর্শিদাবাদের একজন অভিজাত ব্যক্তিত্ব। সে যুগের প্রচলিত প্রথায় বেগম রোকেয়ার মতোই নুরুন্নেসার ধর্মচর্চা থেকে শুরু করে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান চর্চার ভেতর দিয়ে।

তাঁর সাহিত্য সাধনার সময়কালটি মাত্র ছয় বছর ব্যাপ্ত ছিল। দীর্ঘকাল জীবিত থেকেও কেন মাত্র ছ'বছর তিনি সাহিত্য সেবার কাজে নিজেকে ব্যাপ্ত রাখলেন, পরবর্তীকালে কেন তিনি সাহিত্য সেবার কাজে নিজেকে আর কলম ধরলেন না, তা সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে এক বড় প্রশ্ন।

বেগম সারা হাইফুর এম ফাতেমা খাতুন সালেহা খাতুন (১৮৯৩-১৯১১), এম ফাতেমা খাতুন (১৮৯৪-১৯৫৭), সালেহা খাতুন, কামরুন্নেছা, হাসনা বান

মঙ্গলবার আমরা বাঙালির উদ্যোগে এক বিক্ষোভ সমাবেশ আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

নরেন্দ্র মোদীর অনুষ্ঠানে লোক ভরাতে উদ্যোগী পোর্ট ট্রাস্ট

কলকাতা ,৭ জানুয়ারি (হি.স): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুষ্ঠানে লোক ভরাতে উদ্যোগী হল কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের ১৫০ তম বার্ষিকী অনুষ্ঠান হতে চলেছে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। আগামী ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকান্দের জন্মদিনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই মর্মে কার্ড ছাপিয়ে বিলিও করা হয়েছে।

জানা গেছে, জাহাজ মন্ত্রক নির্দেশ দিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানটি যাতে সফল হয় তাই সবরকমের প্রচেষ্টা চালাতে হবে বন্দর কর্তৃপক্ষকে। ১০ থেকে ১২ হাজার লোক ধরে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। প্রধানমন্ত্রীর সম্মান রাখতে, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট ছাড়াও শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, ইনল্যান্ড ওয়াটারওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এবং ড্রেজিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার মতো বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্মী ও অফিসারদের অনুষ্ঠানে হাজির থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। হাজির থাকবেন সিআইএসএফ কর্মীরাও। বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থার প্রতিনিধিদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, কলকাতা ও হলদিয়া বন্দরে পণ্য খালাসের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার সংস্থাগুলোকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে লোক আনতে ভাড়া করা হচ্ছে লাক্সারি বাস। থাকবে পিকআপ ভ্যান। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের প্রায় অর্ধেক আসন এমনিতেই খালি রাখতে হবে। তারপরেও স্টেডিয়ামের বাকি অংশ ভরানোর জন্য কম করে ৫ থেকে ৬ হাজার লোক দরকার। কলকাতা বন্দরের মোট কর্মীসংখ্যা তিন হাজার। তার মধ্যে খুব বেশি হলে এক থেকে দেড় হাজার লোককে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে আনা যাবে। কারণ, বন্দরের কাজকর্ম কোনও সময় বন্ধ থাকে না। সেটা হলে শিল্পমহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।

কলকাতা বন্দরের কাজকর্ম কমে যাওয়ায় এমনিতেই শ্রমিক,কর্মচারীর সংখ্যা আগের থেকে অনেক কমে গেছে। সে তুলনায় হলদিয়া বন্দর এখন অনেক প্রাণবন্ত। কর্মী সংখ্যাও বেশি। তাই প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে তারাও হাজির থাকতে পারেন। আয়োজকদের হিসেব অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানের জন্য শুধু হলদিয়া থেকে প্রায় আড়াই হাজার লোক আসবেন। তাঁদের কলকাতায় আনার জন্য মোট ৫০টি লাক্সারি বাস ভাড়া করা হচ্ছে।

বন্দরের আধিকারিকদের জন্য অফিসের গাড়ি ছাড়াও কয়েকশো পিকআপ ভ্যান ভাড়া করা হচ্ছে। তার জন্য অফিসারদের কাছ থেকে ফোন নম্বর এবং পিকআপ পয়েন্ট অর্থাৎ কোথা থেকে তাঁরা গাড়িতে উঠবেন তার তালিকা তৈরি করে রাখা হচ্ছে। শিপিং কর্পোরেশন এবং ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ অথরিটির অফিসারদের কাছে নামের তালিকা তৈরী রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

নানকানা কাণ্ডের জের, পাকিস্তান দূতাবাসে সামনে বিক্ষোভ দেখাল ভিএইচপি

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): নানকানা সাহিব গুরুদ্বারে দুষ্কৃতি হামলার প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখাল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরঙ্গ দল ও দুর্গা বাহিনী।

দূতাবাসের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা রক্ষীদের সঙ্গে বচসা বাঁধে বিক্ষোভকারীদের। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই প্রসঙ্গে বিশ্বহিন্দু পরিষদের কার্যকারী সভাপতি অলোক কুমার জানিয়েছেন, এই বিক্ষোভ থেকে পাকিস্তানকে যথাযথ জবাব দেওয়া হয়েছে।

এর থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত তাদের। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সমাজে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছে।

হিন্দু এবং শিখদের ঘৃণা করার পাশাপাশি সেখানে আহমেদিয়া, সুন্নি ও শিয়াদের উপরও আঘাত হানা হচ্ছে।

এর ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রটির অস্বস্তি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত দ্রুত করতে হবে পাকিস্তানকে। অবিলম্বে পদক্ষেপ না নিলে আন্তর্জাতিক মহল হস্তক্ষেপ করবে।

নানকানা শিখ গুরুদ্বারে দুষ্কৃতি হামলার ঘটনায় নিন্দায় সরব হয়েছে ভারত। সোমবার পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠায় সাউথ ব্লক।

পরে বিদেশমন্ত্রক থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে জানানো হয় যে, পাকিস্তানে নাগরিক সমাজে থাকা সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হয়ে চলেছে। বিষয়টি উদ্বেগের। সোমবার বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দেখা করেন শিরোমণি আকালি দলের প্রতিনিধিরা।

যাদবপুরের পড়ুয়াদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিসি

কলকাতা ,৭ জানুয়ারি (হি.স): বিজেপি ভেবে ভুল করে লাঠিচার্জ। যাদবপুরের পড়ুয়াদের কাছে ক্ষমা চাইলেন ডিসি। সোমবার সন্ধ্যায় যাদবপুরের সুলেখা মোড়ে পড়ুয়াদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের অভিযোগের প্রেক্ষিতে "সাফাই" দিলেন ডিসি এসএসডি সুদীপ সরকার। ক্ষমা চেয়ে নিলেন তিনি।

ডিসি এসএসডি সুদীপ সরকার বলেন, 'ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছিল। আমরা বিজেপিকে তাড়া করছিলাম। সেইসময়ই কিছু পড়ুয়া তার মধ্যে পড়ে যায়। কর্তব্যরত কনস্টেবল ও অফিসাররা বুঝতে পারেননি, কারা বিজেপি ও কারা পড়ুয়া ছিলেন। পড়ুয়াদের উপর লাঠিচার্জ বা পড়ুয়াদের মারার কোনও উদ্দেশ্য পুলিশের ছিল না। কেউ আহত হয়ে থাকলে আমি ক্ষমা চাইছি।'

দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় কাণ্ডের প্রতিবাদে ৩ দলের মিছিল সোমবার সন্ধ্যায় মুখোমুখি হয় যাদবপুরের সুলেখা মোড়ে। যাদবপুরের পড়ুয়াদের একটি মিছিল সুলেখা পৌঁছয়। একই সময়ে ওই চত্বরে পৌঁছয় সিপিআইএম ও বিজেপির দুটি মিছিল। বাধাযতীন মোড় থেকে এনআরসির সমর্থনে বিজেপির একটি মিছিল এগোতে থাকে যাদবপুরের দিকে। অন্যদিকে, জেএনইউ পড়ুয়াদের উপরে হামলার প্রতিবাদে রবিবারের মতো সোমবারও একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। এর পাশাপাশি, ৮ তারিখ, বুধবার বনধের সমর্থনে একটি মিছিল বের করে বামেরা। ৩টি মিছিল মুখোমুখি হয়ে যায় সুলেখা মোড়ে। তারপরই শুরু হয় অশান্তি। শুরু হয় বচসা, ধস্তাধস্তি।

মুখোমুখি সংঘাতের সম্ভাবনায় সতর্ক ছিল পুলিশ। ৩ পক্ষকেই হটিয়ে দেয় পুলিশ। কিন্তু মিছিল হঠানোকে কেন্দ্র করেই ধুন্ধুমার বাঁধে সুলেখা মোড়ে। যাদবপুরের কয়েকজন পড়ুয়ার সঙ্গে সেই সময়ই ধস্তাধস্তি বেঁধে যায় পুলিশের। পড়ুয়াদের অভিযোগ, লাঠি উঁচিয়ে ছাত্রদের দিকে তেড়ে যায় পুলিশ। যাদবপুরের আন্দোলনকারীরা দাবি করেন, পুলিশ নির্বিচারে তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করেছে। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। আন্দোলন বিক্ষোভের জেরে প্রায় সোমবার সন্ধ্যায় ৩ ঘণ্টা সুলেখা মোড় এলাকায় যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। যার জেরে চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

বরফ ভর্তি বাক্স থেকে উদ্ধার বৃদ্ধের দেহ, আটক শ্যালক

কলকাতা ,৭ জানুয়ারি (হি.স): দেহ রিজেন্ট কলোনিতে বরফ ভর্তি বাক্স থেকে উদ্ধার বৃদ্ধের দেহ। পুলিশ এই ঘটনায় চাঞ্চল্যকর রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকার রিজেন্ট কলোনিতে। সমীররঞ্জন শূর নামে ৬৯ বছরের ওই বৃদ্ধ বাড়িতে একাই থাকতেন। বন্ধ বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ পেয়ে বৃদ্ধের প্রতিবেশীরা থানায় খবর দিলে পুলিশ গিয়ে দেহ উদ্ধার করে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মৃতের শ্যালককে আটক করা হয়েছে। তিনিই বৃদ্ধের দেখভাল করতেন বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা। যদিও ওই ব্যক্তির দাবি, তিনি আগের দিন খাবার দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, সমীররঞ্জনবাবু গত কয়েক বছর ধরেই শারীরিক অসুস্থতার কারণে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁর চিকিৎসাও চলছিল। সমীররঞ্জনবাবুর স্ত্রী মেয়ে তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সিমলায় বেড়াতে যাওয়ায় আপাতত ওই বাড়িতে একাই ছিলেন বৃদ্ধ। স্থায়ীয়দের অভিযোগ, সমীররঞ্জনবাবুকে খুন করে বরফচাপা দিয়ে রেখেছিলেন তাঁর শ্যালক বিশ্বনাথ দাস। পুলিশের কাছে তাঁদের দাবি, সোমবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ মাছ সংরক্ষণের মতো বড় পেটি থার্মোকলের বাক্সতে বরফ ভরে সমীররঞ্জনবাবুর বাড়িতে বিশ্বনাথবাবুকে ঢুকতে দেখেন তাঁরা। সে সময়ই তাঁদের সন্দেহ হয়। সঙ্গে সঙ্গে যাদবপুর থানায় খবর দেন তাঁরা। পুলিশ এসে সমীররঞ্জনবাবুর দেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, তিন দিন আগেই মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধের। তবে এটি খুন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরই জানা যাবে, এটি খুন কি না। পুলিশ জানিয়েছে, সমীররঞ্জনবাবুর স্ত্রী ও মেয়েকে ফোনে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাঁরা কলকাতায় ফিরে আসছেন। এই ঘটনায় প্রথম থেকেই পড়শিদের অভিযোগের তীর সমীরবাবুর শ্যালক বিশ্বনাথ দাসের দিকে। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, সমীররঞ্জনের স্ত্রী এবং মেয়ে থাকলেও তাঁরা কখনওই বৃদ্ধের সঙ্গে থাকতেন না। মাঝেমধ্যে এসে বৃদ্ধকে মা ও মেয়ে মিলে মারধর করে টাকা নিয়ে চলে যেতেন। এমনকি দিন দুয়েক আগেও তাঁরা এসে সমীররঞ্জনকে মারধর করে শিমলা ঘুরতে চলে যান। প্রতিবেশীরা আরও জানান, বাড়িতে তিনি একাই থাকতেন। শ্যালকই জামাইবাবুর দেখাশোনা করতেন, তাঁকে খাবার দিতে যেতেন। তাঁদের অভিযোগ, ওই বাড়ি প্রোমোটিং---এ দেওয়ার জন্যই সমীররঞ্জনকে খুন করা হয়েছে। যদিও সমীররঞ্জনের শ্যালক দাবি করেছেন, তিনি জামাইবাবুর মৃত্যু বা মৃতদেহ বরফবোঝাই বাক্সে ভরা সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এবং তিনি রাতের খাবার দিয়ে চলে যেতেন। কিন্তু প্রতিবেশীদের পাল্টা দাবি, সমীররঞ্জনের শ্যালক সংরক্ষণের পদ্ধতি জানতেন। ওই বাড়ি থেকে বেশ কিছু বরফবোঝাই ক্রেটও পেয়েছে পুলিশ। তাই পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দেহটি সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল। তাছাড়া বৃদ্ধ স্বাভাবিকভাবে মারা গেলেও দেহ বরফবোঝাই বাক্সেকে রাখল তা জানতে সমীররঞ্জনের শ্যালককে জেরা করা হচ্ছে। বিশ্বনাথবাবু জানতেন, আত্মীয়েরা বেড়াতে গিয়েছেন, সে সুযোগেই তাঁকে খুন করেন বলে অভিযোগ পড়শিদের।

প্রতিবেশীদের অভিযোগ, তিন দিন আগেই যদি সমীরবাবুর মৃত্যু হয়, তা হলে তাঁর দেহ কেন ওই বাড়িতে রেখে দেওয়া হয়েছিল ? কেন বিষয়টি চেপে রেখেছিলেন বিশ্বনাথবাবু ? কেনই বা বরফ এনে দেহের পচনরোধের চেষ্টা করা হচ্ছিল ? তাহলে কি রাতের অন্ধকারে দেহ পাচারের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বনাথবাবুর? গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ।

মুখোশধারী বামেদের চিহ্নিত করতে তদন্তের দাবি এবিভিপির

কলকাতা,৭ জানুয়ারি (হি স) :রবিবার দিল্লির জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এবং অধ্যাপকদের ওপর দুষ্কৃতীদের হামলায় বাম ছাত্রদেরই দায়ী করলেন ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।মুখোশধারী দুষ্কৃতীরা সকলেই বাম ছাত্র এমনটাই অভিযোগ তুলছে এবিভিপি।সেই মুখোশধারী বামেদের চিহ্নিত করতে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তদন্তের দাবি জানালেন এবিভিপি- র প্রদেশ সম্পাদক সপ্তর্ষি সরকার। এই প্রসঙ্গে সপ্তর্ষি বাবু বলেন, " আমরা নিশ্চিত জেএনইউ হামলার মুখোশধারীরা বামছাত্ররাই।কিন্তু সেই মুখোশধারী বামেরা কারা তা চিহ্নিত করা প্রয়োজন।আর সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অথবা সুপ্রিম কোর্টের তরফে তদন্তের দাবি জানাচ্ছি আমরা।শুরু থেকেই এই ধরনের পরিস্থিতি বাম ছাত্রদের দ্বারা ক্যাম্পাসে তৈরি করে রাখা হয়েছিল। এই ঘটনার জন্য দায়ী ছাত্রনেতারাই। তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য না থাকার দরুন এসএফআই নেত্রী ঐশী ঘোষকে মার খেতে হয়েছে।আমরা এও দেখেছি ঐশী ঘোষ নেতৃত্ব দিচ্ছে মুখোশধারী হামলাকারীদের। আগেই নতুন ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন চলাকালীন বাম ইউনিটি প্রতিনিয়ত তা বন্ধ করার কাজ করছিল। শেষ দু'দিন ধরে তারা অনেক সেন্টারে ইন্টারনেট বন্ধের মাধ্যমে সেই কাজ পুরোপুরি বন্ধ রাখে। পুনরায় সেই রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে গেলে বাম ইউনিটির ছাত্রদের এবিভিপি-র ছাত্ররা বাধা দেয়। ঠিক সেই সময় থেকেই এবিভিপি-র কার্যকর্তাদের উপর আক্রমণ শুরু করে বাম ইউনিটির সদস্যরা। এই হামলায় এবিভিপি-র ২৫ থেকে ২৬ জন কার্যকর্তা গুরুতর আহত হয়।এদের মধ্যে ২০ জনের এখনও চিকিৎসা চলছে। এ ধরনের ঘটনায় যে সব বামপন্থী গুন্ডারা যুক্ত। এদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি হোক"।

পাকিস্তানে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান, মৃত্যু দু'জন পাইলটের

মিয়ানওয়ালী (পাকিস্তান), ৭ জানুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তানের মিয়ানওয়ালী জেলায় ভেঙে পড়ল পাকিস্তান বায়ুসেনার একটি ট্রেনিং বিমানঊ বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দু'জন পাইলটঊ মঙ্গলবার মিয়ানওয়ালীর এম এম আলম ঘাঁটির কাছে ভেঙে পড়ে পাক বায়ুসেনার ট্রেনিং বিমানঊ পাকিস্তান বায়ুসেনা (পিএএফ)-র মুখপাত্র জানিয়েছেন, রুটিন প্রশিক্ষণের সময় মঙ্গলবার মিয়ানওয়ালীর এম এম আলম ঘাঁটির কাছে ভেঙে পড়ে পাক বায়ুসেনার এফটি-৭ এয়ারক্রাফঊ

পিএএফ মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে দু'জন পাইলটঊ স্কোয়াড্রন লিডার হরিশ বিন খালিদ এবং ফ্লাইং অফিসার ইব্বাদুর রেহমানের মৃত্যু হয়েছেঊ কী কারণে ভেঙে পড়ল বিমানটি, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে

জেএনইউ বিতর্ক নিয়ে কবিতা লিখলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা ,৭ জানুয়ারি (হি.স): জেএনইউ বিতর্কের মাঝে কলম ধরলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লিখলেন কবিতা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার নাম 'গর্জে ওঠো'। দেশ কোথায় চলেছে তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেত্রী। এর বিরুদ্ধে ধিক্কারকে পাশাপাশি জ্বলে উঠতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার জেএনইউ ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের হামলা নিয়ে সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্র সংসদের নেত্রী ঐশী ঘোষের উপর হামলার ঘটনাতে তীব্র নিন্দা তো আগেই করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার জেএনইউতে হামলার ঘটনাকে 'সার্জিক্যাল ফ্যাসিস্ট স্ট্রাইক' বলে দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওইদিন জেএনইউ-এর ঘটনা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশকে ধ্বংস করার অভিযোগ এনেছেন। বহিরাগতদের হামলা নিয়ে তীব্র নিন্দা করে ট্যুইট করেছিলেন। আক্রান্ত পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল দীনেশ ত্রিবেদীর নেতৃত্বে দিল্লিতে পাঠিয়েছিলেন। নরকীয় এই ঘটনার প্রতিবাদে আর চুপ না করে পড়ুয়াদের গর্জে ওঠার কথা বলেছেন তিনি। ঘটনার প্রতিবাদে এবার স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী কলম ধরলেন। দিল্লির জওহর লাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে 'গর্জে ওঠো' নামে কবিতা রচনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নিন্দনীয় ঘটনাকে তিনি যে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন সেই বক্তব্যই স্পষ্ট তাঁর লেখা কবিতাতে।

হামলার পরই তিনি ট্যুইট করে জানিয়েছিলেন আহত পড়ুয়াদের পাশে তিনি সর্বদা আছেন। আগেও সিএএ ও এনআরসির বিরুদ্ধে গর্জে উঠে কলম ধরেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নিয়ে 'অধিকার' নামে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন তিনি। বিভাজনকারী শক্তির সমালোচনা করে প্রশ্ন তুলেছিলেন কেন তাঁর অধিকার হরণ করবে কেউ। এই বিভাজনকারী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষ একজোট হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন তৃনমূল নেত্রী।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে দুর্দান্ত কভারেজ, দেশপ্রাণ-কে সম্মানিত করল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস মিডিয়া সম্মান'-এ সম্মানিত হল বহুভাষী সংবাদ সংস্থা হিন্দুস্থান সমাচার গ্রুপের দৈনিক পত্রিকা 'দেশপ্রাণ'ঊ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে দুর্দান্ত কভারেজের জন্য হিন্দুস্থান সমাচার গ্রুপের দৈনিক পত্রিকা 'দেশপ্রাণ'-কে 'আন্তর্জাতিক যোগ দিবস মিডিয়া সম্মান'-এ সম্মানিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকারঊ এ বছর এই সম্মান ২০১৯ সালের ২১ জুন রাঁচিতে আয়োজিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের দুর্দান্ত কভারেজের জন্য পুরস্কৃত করা হয়েছেঊ দৈনিক সংবাদ পত্রিকা 'দেশপ্রাণ'-কে প্রিন্ট মিডিয়া (হিন্দি) বিভাগে দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বেছে নেওয়া হয়েছেঊ আপাতত রাঁচি এবং পাটনা থেকেই প্রকাশিত হয় এই প্রিন্টিং মিডিয়াঊ

মঙ্গলবার দিল্লির ন্যাশনাল মিডিয়া সেন্টার-এ আয়োজিত অনুষ্ঠানে হিন্দুস্থান সমাচার-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ মার্ডীকর এবং 'দেশপ্রাণ'-র ডিরেক্টর তথা সিইও রোহিত দত্তর হাতে পুরস্কার তুলে দেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরঊ এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীপদ নায়েকওঊ এই সম্মানের জন্য গোটা দেশ থেকে ১৩২টি মিডিয়া সংস্থা প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলঊ নির্বাচন কমিটি তার মধ্যে ৩০টি প্রতিষ্ঠানকে রেডিও, টিভি এবং প্রিন্টের মতো তিনটি বিভাগের জন্য নির্বাচন করেছেঊ রেডিও বিভাগে ১১, টিভি বিভাগে ৮ এবং প্রিন্ট মিডিয়া বিভাগে ১১টি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছেঊ এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর বলেছেন, দেশের সমস্ত মিডিয়া সংস্থা সংবাদ প্রেরণ, বিচার (ধারণা) এবং পরামর্শের পাশাপাশি বিজ্ঞাপনও মুদ্রন করেঊ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে, ভাল কাজের জন্য মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি অনন্য প্রচেষ্টা এই পুরস্কারঊ ২০১৯ সালের ২১ জুন ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচির প্রভাত তারা গ্রাউন্ডে 'পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' উপলক্ষ্যে যোগাভ্যাস করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ 'পঞ্চম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস' অনুষ্ঠান গুরুত্ব সহকারে কভারেজ করা মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলিকেই মঙ্গলবার পুরস্কৃত করা হয়েছে।

আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে লড়াইয়ে মার্কিনদের সঙ্গে ন্যাটো

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ন্যাটো জেনারেল সেক্রেটারি জেনস স্টলটেনবার্গ সোমবার বলেন, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে লড়াইয়ে ন্যাটো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করবে। ব্রাসেলস ন্যাটো সদস্য দেশগুলির রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন প্রতিনিধি ইরান কুদুস বাহিনীর কমান্ডার কাশেম সোলেমানি মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত হন। ন্যাটো সেক্রেটারি জেনারেল ইরানকে উত্তেজনা কমাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার পাশাপাশি প্ররোচনামূলক বিবৃতি না দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, লড়াই হলেও তারা আমেরিকা সমর্থন করবে। উল্লেখ্য, ন্যাটো উত্তর আমেরিকার ২৯ টি দেশ এবং ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সামরিক জোট রয়েছে। স্টলটেনবার্গ আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনকে সমর্থন করার জন্য আমরা ইরানের নিন্দা জানাই। মিত্র দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা কমিয়ে আনার জন্য এই বৈঠক আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে বিমান হামলায় কাশেম সোলেমানি এবং আরও ছয় জন নিহত হন। সোলেমানি হত্যার ফলে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নিয়েছে, এরপরে আমেরিকাও হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে ইরান আক্রমণ করলে তাকে উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে।

উত্তর-পশ্চিম ইন্দোনেশিয়ায় ৬.২ তীব্রতার কম্পন, সুনামির সম্ভাবনা নেই

জাকার্তা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলঊ মঙ্গলবার তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয় সুমাত্রার পশ্চিমে সিমেউলুয়ে আইল্যান্ডের উপকূল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরেঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.২ঊ শক্তিশালী ভূমিকম্পে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ সুনামির সতর্কতাও জারি করা হয়নিঊ তবে, বেশ কয়েকটি ঘর-বাড়ি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ ভূকম্পন টের পাওয়া মাত্রই আতঙ্কে মানুষজন ঘর-বাড়ি থেকে বেরিয়েও রাস্তায় এসে দাঁড়ানঊ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএজিএস) জানিয়েছে, মঙ্গলবার ৬.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশের সিনাবাঙ শহর থেকে ১৭ কিলোমিটার (১০ মাইল) দূরে ভূপৃষ্ঠের মাত্র ২০ কিলোমিটার গভীরেঊ শক্তিশালী ভূকম্পন সত্ত্বেও সুনামির সতর্কতা জারি করা হয়নিঊ তবে, বেশ কয়েকটি ঘর-বাড়ি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেঊ

২৬ জানুয়ারি রেড রোডে নামবে সেই ট্যাবলো

কলকাতা ,৭ জানুয়ারি (হি.স): দিল্লির রাজপথে নয়, কলকাতার রেড রোডে ২৬ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে তথ্য সংস্কৃতি দফতরের পরিবেশ নিয়ে তৈরি একমাত্র ট্যাবলোটিই শোভাযাত্রায় অংশ নেবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে এবার রাজ্যের ট্যাবলো বাতিল করে দেওয়ার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৈরি করে দেওয়া নকশায় সাজবে ওই ট্যাবলো। সবুজসাথী, জল বাঁচাও ও সবুজ বাঁচাও,-এই তিন প্রকল্পকে তুলে ধরা হবে ট্যাবলোয়। ট্যাবলো ছাড়া শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্রীরা শোভাযাত্রায় অংশ নেবে। এ ছাড়া থাকছে লোকশিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রক রাজ্যের ট্যাবলো বাতিল করার প্রতিবাদে মুখ্য সচিব রাজীব সিন্‌হা একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে অভিযোগ আনা হয়েছে, ট্যাবলো নির্বাচন নিয়ে দুটি বৈঠকে রাজ্যকে ডাকা হলেও তার পর আর কোনও বৈঠকে ডাকা হয়নি। সরকারি ভাবে ট্যাবলো কেন বাদ পড়ল রাজ্য সরকারকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক কিছুই জানায়নি।

মঙ্গলবার আগরতলায় মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মেয়র প্রফুল্ল জিৎ সিনহা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

যে কারণে সালমানকে ছেড়ে অভিষেককে বিয়ে করেন ঐশ্বরিয়া

ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন বলিউদের অন্যতম সুদর্শনা ও জনপ্রিয় অভিনেত্রী। অভিষেক বচ্চনের সাথে তার বিয়ে এখনও বলিউডের অন্যতম আলোচিত বিয়ে।বিয়ের আগে বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের সঙ্গে প্রেম করতেন সাবেক এই বিশ্বসুন্দরী। কিন্তু সালমানকে ছেড়ে শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেন অভিষেক বচ্চনকে। সালমানের সঙ্গে যখন ঐশ্বরিয়া প্রেম করতেন, তখন অভিষেকও চুটিয়ে প্রেম করতেন আরেক বলিউড তারকা কারিশমা কাপুরের সঙ্গে।জানা যায়, সালমান খানের খারাপ ব্যবহারের কারণ এক সময় বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন ঐশ্বরিয়া। এরপর আরেক বলিউড তারকা বিবেক ওবেরয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান তিনি। বিবেকের সঙ্গেও সেই সম্পর্ক বেশিদিন টিকেনি।ওই সময় কারিশমার সঙ্গে অভিষেক সম্পর্কে জড়ালেও তা মেনে নিতে চাননি অভিষেকের মা জয়া বচ্চন। এরপরই অভিষেক-কারিশমার বিচ্ছেদের খবর প্রকাশ্যে আসে। এরইমধ্যে আলোচনায় চলে আসে ঐশ্বরিয়া ও অভিষেকের সম্পর্কের বিষয়টি। বিয়ের আগে প্রায়ই দেখা হতো তাদের। বলা হয়ে থাকে, মুগ্ধতা ছড়ানো ঐশ্বরিয়ার হাসি ও সাদাসিধে স্বভাব দেখে তাকে মন দেন অভিষেক।

"ফের প্রেমে পড়তে চাই"

জনপ্রিয় বলিউড অভিনেতা অনিল কাপুর। ফের প্রেমে পড়তে চান এই অভিনেতা। তার পরবর্তী সিনেমা মালাং। সম্প্রতি সিনেমাটির প্রচারে একটি অনুষ্ঠানে এই কথা জানিয়েছেন তিনি।মালাং সিনেমায় আরো অভিনয় করছেন আদিত্য রয় কাপুর ও দিশা পাটানি। পর্দায় এই জুটির রসায়ন সম্পর্কে অনিল কাপুর বলেন, মালাং সিনেমার পর আদিত্য ও দিশা অনেক বড় তারকা হয়ে যাবে। আমি সত্যি বলছি। সিনেমার সব দৃশ্যই অনেক উপভোগ করেছি।তিনি আরো বলেন, আমার মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়যদি যুবক হতাম! আদিত্যর মতো বাইকে ঘুরতাম ও মজা করতাম।

দীপিকা নন, অ্যাসিডে ঝলসানো "মালতী" হাঁটলেন মুম্বইয়ের রাস্তায়, তারপর

দ্য ওয়াল ব্যুরো: মুম্বইয়ের রাস্তায় হাঁটছেন দীপিকা। যাচ্ছেন বিভিন্ন দোকানেও। কথা বলছেন লোকজনের সঙ্গে। তবে কেউ তাঁকে চিনতে পারছেন না। অনেকেই আবার বেশ বিরক্ত হয়ে সরে যাচ্ছেন। কারও মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। কেউ বা যেন একটু নাক সিঁটকে সরে যাচ্ছেন। বলিউডের তারকা রাস্তায় হাঁটছেন, আর আশেপাশের লোকের এমন অভিব্যক্তি! হঠাত এমনটা হওয়ার কারণ কী? পেলব মেকআপ বা ঝাঁ চকচকে চেহারায় এদিন বাইরে বেরনোনি। বরং প্রকাশ্যে এসেছিলেন "মালতী"-র লুকে। এই তরুণী একজন অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার। মেঘনা গুলজার পরিচালিত "ছপক" ছবিতে মালতীর চরিত্রেই অভিনয় করতে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোনকে। অ্যাসিডে ঝলসানো মুখ, তামাটে রংয়ের চামড়া। নাক-চোখের অনেকটাই ঝলসে গিয়েছে অ্যাসিডে। এমন চেহারাতেই মুম্বইয়ের রাস্তায় ঘুরে বেরিয়েছেন দীপিকা। সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন অ্যাসিড অ্যাটাক সারভাইভার।জাঙ্ক জুয়েলারির দোকান থেকে শুরু করে কাপড়ের পসরা কিংবা ডিপার্টমেন্টার স্টোরে সবেতেই দীপিকা এবং তাঁর দলকে সইতে হয়েছে বাঁকা চাউনি। লোকের উপেক্ষা থেকে নাক সিঁটকে সরে যাওয়া সবই পেতে হয়েছে তাঁদের। তবে সবাই যে একরকম তা নয়। মিষ্টি হেসে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন অনেকেই। হাসিমুখে সেলফিও নিয়েছেন কেউ কেউ। তবে সে সংখ্যা নেহাতই হাতেগোনা। উপেক্ষা, অবহেলা, বাঁকা চাউনি-এসবই যেন অ্যাসিড আক্রান্ত এবং সারভাইভারদের প্রাপ্য। নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে এই ভিডিও শেয়ার করেছেন দীপিকা। যেখানে দীপিকাকে বলতে শোনা গিয়েছে, "দীপিকা হিসেবে কোথাও গেলে সবাই চিনে যান। দৌড়ে আসেন। তবে আজ মালতীর চেহারাটাই সবাইকে দেখাতে চাই। দেখা যাক লোকে কী বলে।" এরপরেই শুরু হয় দীপিকা এবং তাঁর গার্লস গ্যাংয়ের সফর। বাজার-দোকান ঘুরে ভিডিও-র শেষে অভিনেত্রীকে বলতে শোনা গিয়েছে, "আজ সারাদিন ঘুরে এটাই বুঝলাম যে চোখের সামনে এমন অনেক কিছুই হয় যেটা সবসময় বোঝা যায় না। দৃষ্টিভঙ্গি বদলানোর প্রয়োজন রয়েছে।"

গেরুয়া শিবিরকে তোপ টুইঙ্কেলের, ভুয়ো ছবিতে নাজেহাল অক্ষয়

রবিবার ডেএনইউ কাণ্ডের পর উত্তাল গোটা দেশ। একের পর এক সেলিব্রিটিরা পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন পড়ুয়াদের। তাপসী পান্নু থেকে শুরু করে স্বরা ভাস্বর। যাঁরা নিজে উপস্থিত থাকতে পারলেন না, তাঁরা আশ্রয় নিলেন সোশ্যাল মিডিয়ার পাতায়। কলমের দাপটে প্রতিবাদী ভাষায় একের পর তোপ পড়তে থাকে সমাজের বিভিন্ন পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে। এবার সেই তালিকাতে নাম লেখালেন টুইঙ্কেল খান্না।অন্যদিকে এবিভিপির পতাকা হাতে অক্ষয় কুমারের একটি ছবি নেট দুনিয়ায় ভাইরাল হয় রাতারাতি। সেই ছবিকে ঘিরে একের পর এক প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দেওয়া হয় অভিনেতার দিক থেকে। যদিও সেই ছবি ভুঁয়ো বলে দাবী নেট দুনিয়ার একাংশের। এদিন সোশ্যাল মিডিয়াতে টুইঙ্কেল মুখ খোলার পরও একই সমস্যার শিকার হন। তাঁকেও প্রশ্ন করা হয় অক্ষয় কুমারের এই পদক্ষেপ ঘিরে।জেএনইউ-র প্রতিবাদ এবার সরাসরি গেরুয়া শিবিরকে তোপ টুইঙ্কেলের। তিনি জানালেন- এই ভারত, এখানে পড়ুয়া থেকে গরুদের নিরাপত্তা বেশি। হিংসা ছড়িয়ে মানুষের মুখ বন্ধ করা যাবে না। আরও বেশি করে মানুষ রাস্তাতে নামুক। অন্যদিকে অক্ষয় কুমারের এই ছবি দেখার পর থেকেই নেট দুনিয়ায় শোরগোল শুরু হয়ে যায়। অনেকে অক্ষয় কুমারকে বয়কটের ডাক দেওয়া হয় নেট দুনিয়ায়।

নতুন মোড়কে "গুপী-বাঘা"

বড়পর্দায় নতুন রূপে ফিরছে "গুপী-বাঘা"। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সত্যজিত রায়ের সৃষ্ট এই দুই নস্ট্যালজিক চরিত্র আরও একবার ফিরতে চলেছে বড়পর্দায়। সম্পূর্ণ আধুনিক ফরম্যাটে। কিন্তু "গুপী গাইন, বাঘা বাইন" আধুনিক ফরম্যাটে আদৌ কি সম্ভব? যে দুই চরিত্রকে আশৈশব সাদা কালোর ফরম্যাটেই দেখে এসেছে বাঙালি। শোনা যাচ্ছে পরিচালক রঙ্গন চক্রবর্তীর দীর্ঘদিনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে চলেছে প্রযোজক হিসেবে দেব এগিয়ে আসার পর।অন্যদিকে সুরিন্দর ফিল্মসের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে বলে খবর রয়েছে। এবার দেখার দেবই কি প্রযোজনা করছেন, নাকি অন্য কেউ! যদিও এর আগেই দক্ষিণারঞ্জন মিত্রের রচনা নিয়ে "হবুচন্দ্র রাজা গবুচন্দ্র মন্ত্রী"র মত সাহিত্যনির্ভর ছবির প্রযোজনা করছেন দেব। তাই আধুনিক আঙ্গিকে সাজানো চিত্রনাট্য নিয়ে রঙ্গনের "গুপী বাঘা ইন হাফগানিস্তান" আসতে চলেছে। প্রসঙ্গত, ২০১৯-এই পঞ্চাশে পা দিয়েছে "গুপী গাইন, বাঘা বাইন" ছবি।এইরকম কাল্ট চরিত্রদের নতুন ছাঁচে ফেলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। এখানে মুখ্য চরিত্রে অর্থাত গুপীর চরিত্রে দেব ও বাঘার চরিত্রে অভিনয় করবেন রাহুল। এইখানেও গান-বাজনা করতে দেখা যাবে দু"জনকে। তবে সেটা আধুনিকের আঙ্গিকে অর্থাত ব্যান্ডের গান। কিন্তু বাড়ির লোকের অমত থাকায় ঘর-বসত বাড়ি ছেড়ে ব্যান্ড তৈরির কাজে নেমে পড়ে তারা। যেখানে ভূতের রাজার মতো বর নিয়ে হাজির হয় মহীন।ঠিক এইখানেই মহীনের ঘোড়াগুলির সঙ্গে মিল ঘটাবেন পরিচালক। এছাড়াও নতুন "গুপী-বাঘা"তে থাকবে হীরক রাজার রাজত্ব, তার পতন, হান্না-শুন্ডির যুদ্ধ সবই থাকছে। শুধুমাত্র হীরক রাজার রাজত্বের নাম হিসাবে পাওয়া যাবে হাফগানিস্তান। আর গুপী বাঘা চলে যাবেন সেই হাফগানিস্তানেই। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে থাকছেন দেবজ্যোতি মিশ্র। সিনেমার শ্যুটিং লোকেশন কিংবা মুক্তির তারিখ কিছুই জানানো হয়নি এখনও পর্যন্ত।

ক্যান্সারের মোকাবেলা করবে যেসব ফল

বিশ্বব্যাপী ক্যান্সার বাড়ছে আর আগের তুলনায় এখন আরও বেশি মানুষ এই রোগে মারা যাচ্ছে। ২০১৮ সালে সারা পৃথিবীতে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ৯৬ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে বছরে এক কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ মারা যাবে। তবে ক্যান্সার আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে ফিরে আসার সংখ্যাও বাড়ছে প্রতি বছর। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানীরাও ক্যান্সার শনাক্ত ও চিকিতসার নতুন নতুন উদ্ভাবন নিয়ে আসছেন।কিছু ফল আছে, যা ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়তা করে। যেমন কমলা, আপেল, স্ট্রবেরি, আঙুর ও বেদানা বা ডালিম।

লুডো"র ফার্স লুকে কে এই লাস্যময়ী ?

বছরের প্রথম দিনই ধন্দে ফেললেন অভিনেতা রাজকুমার রাও। আদ্যোপান্ত নারীবেশে একটি ছবি নিজের ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেছেন অভিনেতা। লম্বা চুল, মুখে মেক-আপ, ঠোঁটে লিপস্টিক, গয়না-গাঁটিতে সজ্জিত। পরনে সবুজ ঘাঘরা চোলি। একঝলকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে ইনি রাজকুমার রাও। অভিনব স্টাইলে তাঁর আগামী ছবি "লুডো"র লুক প্রকাশ্যে আনলেন রাজকুমার। পরিচালক অনুরাগ বসু।মুখ্য চরিত্রে রাজকুমার রাও আর তাঁর বিপরীতে "দঙ্গল" খ্যাত ফতিমা সানা শেখ। রাজকুমার-ফতিমা ছাড়াও "লুডো"তে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিষেক বচ্চন এবং আদিত্য রায় কপুর। রয়েছেন পঙ্কজ ত্রিপাঠীও। ছবিতে রাজকুমারের দুটি লুক প্রকাশ্যে এসেছে। যার একটিতে ঘাঘরা চোলি পরিহিত অবস্থায় দেখা গিয়েছে অভিনেতাকে। অন্যটিতে লম্বা চুল, সাদা ফ্রেমের সানগ্লাসে রেট্রো গোছের লুকে বাইক আরোহী হিসেবে দেখা গিয়েছে।যিনি কিনা মিঠুনের ভক্ত।"লুডো" বেসিক্যালি ক্রাইম স্টোরি। অর্থাত অপরাধ জগতের এক গল্প তুলে ধরতে চলেছেন অনুরাগ বসু। তবে রাজকুমারের লুক কিন্তু ইতিমধ্যেই বেশ হইচই ফেলে দিয়েছে নেটদুনিয়ায়। কেউ কেউ তো আবার নারীবেশী রাজকুমারকে কৃতি শ্যানন, আলিয়া ভাটের সঙ্গেও গুলিয়ে ফেলেছেন। বর্তমান প্রজন্মের অভিনেতারা যে সবরকম চরিত্রে সাবলীল তা আয়ুষ্মান ও রাজকুমারের মত অভিনেতারা প্রমান করে দিয়েছেন। কিছুদিন আগেই "ড্রিমগার্ল" এ আয়ুষ্মান খুরানাকেও নারীবেশে দেখে ফেলেছি আমরা।

শুভশ্রীর "ধর্মযুদ্ধ"র জন্য "তুমি যদি চাও" গাইলেন শ্রেয়া ঘোষাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: "পরিণীতা"র মত হিট ছবি দেওয়ার পর ফের একবার অন্যধরনের গল্প নিয়ে বানানো "ধর্মযুদ্ধ") নিয়ে ফিরছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী)। গত ৬ ডিসেম্বর প্রকাশ্যে আসা ছবির টিজার দর্শকদের নজর কেড়েছে। এবার প্রযোজনা সংস্থার তরফে প্রকাশ্যে আনা হল ছবির গান "তুমি যদি চাও"-এর টিজার। যেটি গেয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল।ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর সুরে শ্রেয়া ঘোষালের গাওয়া "তুমি যদি চাও" গানটি যে সকলের মন কাড়বে সেকথা অবশ্য নিশ্চিত করে বলা যায়। ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্তর সুরে গান গেয়ে খুশি শ্রেয়াও)। দেখুন "ধর্মযুদ্ধ" ছবিতে গান গাওয়া নিয়ে কী বললেন শ্রেয়া।প্রসঙ্গত, পরিণীতার পর ফের একবার এই ছবিতে অন্যরকম ছাপোষা লুকে দেখা যেতে চলছে অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে (ছবিতে শুভশ্রীর চরিত্রের নাম "মুন্নি"। মুন্নি ছাড়াও এই ছবির অন্যান্য গুরুত্বপূরণ চরিত্র। রাঘব, জাফর, শবনম ও আম্মির চরিত্রে দেখা যাবে ঋত্বিক চক্রবর্তী, সোহম চক্রবর্তী, পার্নো মিত্র, স্বাতীলেখা সেনগুপ্তর মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীকে। ছবি "ধর্মযুদ্ধ"র বাইরে গিয়ে যে চরিত্রটিকে সকলের বিপদে আশ্রয়দাতা, শান্তির দূতের মতো দেখা দেবেন তিনি হলেন আম্মি। এই চরিত্রেই দেখা যাবে স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে।ছবিতে শুভশ্রীর স্বামীর ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে অভিনেতা সপ্তর্ষি মৌলিককে। ছবির গল্প পদ্মনাভ দাশগুপ্ত ও রাজ চক্রবর্তীর। চিত্রনাট্যও লিখেছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত নিজেই। ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত। জানা যাচ্ছে ছবির বেশ অনেকটা অংশের শ্যুটিং হয়েছে পুরুলিয়াতে। আগামী বছর ২০ মার্চ মুক্তি পাবে "ধর্মযুদ্ধ"।

বিগ বস: রশমিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন সলমন

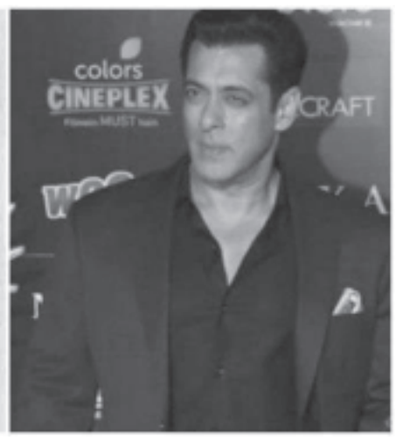

১৩: বিগ বস ১৩-তে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হয়েছে যে কয়েকজনকে নিয়ে, তার মধ্যে সবার উপরে রয়েছেন সিদ্ধার্থ শুক্লা, রশমি দেশাই ও দেবলীনা ভট্টাচার্য। এর মধ্যে দেবলীনা আগেই বেরিয়ে গিয়েছেন। আবার বিতর্ক সত্ত্বেও ফ্যানবেস ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন সিদ্ধার্থ, রশমি, আসিম রিয়াজ, মাহিরা শর্মা ও পরশ ছাবড়া।এই পাঁচজনকেই সম্ভাব্য ফাইনালিস্ট হিসেবে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু এঁদের কয়েকজনের উপরেও যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছেন সলমন খান। কড়া কথাও বলেছেন। সপ্তাহব্যাপী যা যা ঘটল বিগ বস হাউসে, সপ্তাহান্তে তারই রিপোর্ট কার্ড বেরনোর কথা। কালারস-এর এই সপ্তাহান্তের একটি প্রোমো-তে দেখা গেল রশমি, সিদ্ধার্থ ও আসিমকে অত্যন্ত কড়া সমালোচনা করছেন সলমন।অনেকে বোধহয় ভুলেই গিয়েছেন যে আমি আছি: সুমনাএই প্রোমো-তে যা দেখা গিয়েছে, তা হল ৪ জানুয়ারির এপিসোডের একটি নমুনা। ঠিক কী হতে চলেছে শনিবার রাতে, তার একটি ঝলক। ওই প্রোমোতে দেখা গিয়েছে যে সলমন রশমিকে বলছেন, "তুমি ক্যামেরাম্যানকেও নানা রকম কথা শোনাচ্ছ। তোমার যদি মনে হয় যে এই শো-তে তোমাকে নেগেটিভভাবে দেখানো হচ্ছে, তাহলে আমি বলছি ওই প্রোমোতে দেখা গিয়েছে যে সলমন রশমিকে বলছেন, "তুমি ক্যামেরাম্যানকেও নানা রকম কথা শোনাচ্ছ। তোমার যদি মনে হয় যে এই শো-তে তোমাকে নেগেটিভভাবে দেখানো হচ্ছে, তাহলে আমি বলছি এই মুহূর্তে গেট খুলে দেব, তুমি এই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাও।"তবে রশমি ছাড়াও অত্যন্ত কড়া সমালোচনা শুনতে হয়েছে আসিম ও সিদ্ধার্থকে। সলমন আসিমকে বলছেন যে "তুমি অত্যন্ত বিরক্তিকর" আবার সিদ্ধার্থ যে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করেছেন শো-তে, সেই নিয়েও অত্যন্ত বিরক্ত সলমন। সব মিলিয়ে ৪ জানুয়ারির এপিসোডটি জমজমাট হবে।এখন প্রতিযোগীরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করছেন যতটা সম্ভব দর্শকের ভোট পাওয়া যায়। ওদিকে "বিগ বস"-এর বহু দর্শক মাহিরা শর্মার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছেন। তাঁরা চাইছেন মাহিরা বিগ বস হাউস থেকে বেরিয়ে যান।

স্বাস্থ্য সমস্যার বড় কারণ স্থূলতার

স্থূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঃ স্থূলতা নির্মূলকরণের সর্বোত্তম উপায় হল এর কারণগুলো নির্মূল করা। ডা: লাষ্টিগ বলেন, অতিরিক্ত ওজনের পেছনে দায়ী হল অতিমাত্রার পুষ্টি গ্রহণ ও শারীরিক শ্রম বিমুখতা— এই দুটি অবস্থায় অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণ করে।

আর এই অতিরিক্ত পুষ্টির বেশিরভাগই আসে সুবিধাজনক প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কোমল পানীয় আর বিশাল ফাস্টফুড ভাণ্ডার থেকে। অধিক পুষ্টি গ্রহণের সাথে সাথে এমন একটি জীবন ধারার শিশুরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যেখানে বসে থাকার ব্যবস্থা প্রাধান্য পায়। শিশুরা হাঁটা বা সাইকেলে চড়ার তুলনায় যান্ত্রিক যানবাহনের উপর বেশি নির্ভরশীল হয়। স্বল্প বাজেটের জন্য অনেক স্কুলে শারীরিক শিক্ষা এবং পরবর্তীতে খেলাধূলা বাদ দিয়ে দেয়।

অতিরিক্ত খোলামেলা স্থান ও নিরাপত্তার অভাবে আউটডোর গেমকে নিরুৎসাহিত করা হয়। আর বেশিরভাগ শিশুর প্রিয় কাজ হল টেলিভিশন কম্পিউটার বা ভিডিও গেমে নিজেকে ব্যস্ত রাখা। এজন্য তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেলিভিশন বা কম্পিউটারের সামনে বসে থাকে বা মোবাইল ফোন নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, স্থূলতা এই সভ্যতার এমন একটি রোগ যা খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও নগর পরিকল্পনাকে চিকিৎসাগত পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেছে। এই মহামারীর প্রাদুর্ভাব দূর করতে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও জীবন যাপনের চালচিত্র পরিবর্তন করতে হবে। এক্ষেত্রে কম খাও বেশি পরিশ্রম কর বলে পরামর্শ দেয়াই যথেষ্ট নয়। এটাকে মূলত চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে সবাইকে এগিয়ে আসত হবে। স্থূলতা থেকে মুক্তির পথ হিসাবে ডা: রবার্ট লাষ্টিগ বলেন, আমাদের পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনি গ্রহণ কমাতে হবে আর আঁশ গ্রহণ অনেকগুণে বাড়াতে হবে। যে কোনও মূল্যে শিশুদের ইনসুলিন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে। আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আঁশ শরীরের রক্তপ্রবাহ, চিনির শোষণ ক্ষমতা কমায় আর অতিরিক্ত ইনসুলিন নিঃসরণে বাধা দেয়। পরীক্ষাতে দেখা গেছে যে, যেসব শিশু কম খাদ্য গ্রহণ করে তারা পরবর্তীকালে খাবার সময়ও কম ক্ষুধার্ত থাকে। পরিশুদ্ধ শর্করা ও চিনির বদলে আঁশযুক্ত ফল, চাল, দানাসহ রুটি, সীম জাতীয় সবজি ও অন্যান্য আঁশযুক্ত সবজি ও ফলমূল উৎকৃষ্ট। ফলের রসের মধ্যে প্রচুর চিনি থাকে, একটা কমলায় যেখানে মাত্র ৭০ ক্যালরি শক্তি আর প্রচুর আঁশ থাকে ১২ আউন্সের একটা অরেঞ্জ জুসের বোতলে প্রায় ১৬৫ ক্যালরি শক্তি থাকে, আঁশ মোটেই থাকে না। কাজেই কমলা খেয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া সম্ভব। সোডা জাতীয় পানীয় শিশুদের জন্য ক্ষতিকর।ডা: লাষ্টিগ প্রথম দফা খাবার শেষ করার পর শিশুদের দ্বিতীয়বার খাবার দেয়ার ব্যাপারে সাবধান হতে বলেছেন। কারণ অনেক শিশু আছে যারা পেট ভর্তি খাবার নিমিষে খেয়ে আবার প্লেট বাড়িয়ে দেয়। এরকম অতিরিক্ত খাবার দেবার ব্যাপারে তিনি বাবা-মা-দের সতর্ক করে দেন।আর নিরাপদ পদ্ধতি।

শ্বাস নেবেন যেভাবে

মাইন্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভারত হালকা,ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে । পশ্চিমা বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র বেঁচে থাকার জন্য অবিচ্ছেদ্য শারীরিক ক্রিয়া হিসেবে ব্রিথিং বা শ্বাসক্রিয়ার ওপর ফোকাস করছে। অন্যদিকে পূর্বীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান একে শরীর ও আত্মার পুষ্টি হিসেবে অভিহিত করছে। চিনারা বিশ্বাস করে যে মাইণ্ডফুল ব্রিথিং বা মনোযোগী শ্বাসক্রিয়া বা সচেতন শ্বাসক্রিয়া কিংবা ব্রেথওয়ার্কের (মনের ভার হালকা, ধ্যান অথবা শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সচেতন বা নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়া) অনেক উপকারিতা রয়েছে, যেমন— মনোযোগের উন্নয়ন, দক্ষতার উন্নয়ন, ইতিবাচকতা বৃদ্ধি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি।

ব্রেথওয়ার্ক শত শত বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এর প্রভাবে জীবন পরিবর্তন হতে পারে। ট্রাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিন প্র্যাকটিশনার আলেক্স ট্যান ব্রেথওয়ার্কের জন্য নিচের ধাপসমূহ অনুসরণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। মাংসপেশি শিথিল করুণ ঃ মেরুদণ্ড সোজা রেখে দাঁড়ান বা বসুন, গলাকে দীর্ঘায়িত করুন এবং মাথা তালুকে আকাশ বরাবর রাখুন। মার্স বা মাংসপেশিকে পুরোপুরি শিথিল করুন, প্রয়োজনে প্রতিটি মাসল গ্রহণের ওপর মনোনিবেশ করুন, কারণ মাংসপেশি কঠিন টান হারাচ্ছে এবং শিথিল হচ্ছে। শ্বাস পর্যবেক্ষণ করুন ঃ আপনার শ্বাস সম্পর্কে সচেতন হোন এবং যেকোনো প্যাটার্ন বা শ্বাসের ধরন লক্ষ্য করুন। আপনার শ্বাসগ্রহণ কি ধীরে বা দ্রুত হয়? শ্বাসগ্রহণ কি সহজে করতে পারেন? অথবা শ্বাসগ্রহণ কি দূরহ লাগছে? শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগের নিম্নতর চক্র সম্পর্কে ধারণা রাখুন।শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগ দিন ঃ প্রতিটি শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগে মনোযোগী হোন। শ্বাসগ্রহণের সময় ফুসফুসকে পুরোপুরি বায়ুপূর্ণ করুন। ফুসফুসকে সম্পূর্ণরূপে বায়ুভর্তি করতে পেটকে প্রসারিত করুন। শ্বাসত্যাগের সময় যতটা সম্ভব ধীরে সব বায়ু বের করে দেয়ার চেষ্টা করুন। প্রধানত শ্বাসত্যাগ নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করুন, যা সার্বিকভাবে আপনাকে ধীর ও অধিক নিয়ন্ত্রিত শ্বাসক্রিয়ার দিকে ধাবিত করবে। নাকের মাধ্যমে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদক করুন ঃ শুধু নাকের মাধ্যমে শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ করুন। মুখের রুফ বা হার্ড প্যালেটে জিহ্বা ঠেসিয়ে আপনার মুখ বন্ধ রাখা উচিত। কিন্তু আপনার দাঁত শিথিল ও মুক্ত থাকা উচিত। মনকে শ্বাসের ওপর স্থির রাখুন ঃ ব্রেথওয়ার্কের লক্ষ্য হল প্রতিটি শ্বাস ও শ্বাসচক্রের ওপর মনোযোগ দেওয়া। আপনি যদি আপনার টু-ডু লিস্ট বা করণীয় কার্য নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করেন অথবা যদি মনকে এখানে সেখানে বিচরণ করতে দেন, তাহলে শ্বাসের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। শ্বাসগ্রহণে ফুসফুসে অক্সিজেনের আগমন ও ধীরে শ্বাসত্যাগ তা নির্গমনের সময় মনোযোগী হোক। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ প্রক্রিয়ার ওপর মনোনিবেশ করুন অথবা পেটের ওপর আপনার মনোযোগ স্থির করুন। কারণ একটি প্রতিটা শ্বাসের সঙ্গে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয়।টাইমিং বিবেচনা করুন ঃ যে কোনো সময় ব্রেথওয়ার্ক চর্চা করা যায়। কিন্তু দিনকে অধিক ফলপ্রসু করার জন্য শরীর ও মনকে প্রস্তুত করতে খুব সকালে ব্রেথওয়ার্ক করতে আলেক্স ট্যান পরামর্শ দেন। ব্রেথওয়ার্ক শুরু করতে খাবার খাওয়ার পর কমপক্ষে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন এবং একটি সেশন শেষ করার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে কোনো ঠাণ্ডা তরল পান করবেন না।

অনেকে বোধহয় ভুলেই গিয়েছেন যে আমি আছি: সুমনা

"দ্য কপিল শর্মা শো" যাঁদের ছাড়া অসম্পূর্ণ, তাঁদের একজন হলেন সুমনা চক্রবর্তী। এই বাঙালি অভিনেত্রী হিন্দি টেলিজগতে অনেক বছর ধরে কাজ করছেন। হিন্দি ছবিতে তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল ২০১৪ সালের ছবি "কিক"-এ। কিন্তু তার পর শুধুই "দ্য কপিল শর্মা শো", আর কোনও ছবি বা ওয়েবসিরিজ, কোনও কিছুতেই দেখা যায়নি সুমনাকে। অভিনেত্রী সম্প্রতি হিন্দুস্থান টাইমস-কে দেওয়া একটি সাক্ষাতকারে বলেছেন যে অভিনেত্রী হিসেবে আরও কাজ করতে চান তিনি।সুমনা ওই সাক্ষাতকারে বলেছেন তিনি পার্টি করেন না, শ্যুটিং থেকে হয় সোজা বাড়ি আসেন অথবা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করেন। হয়তো এই কারণে অনেকে তাঁকে নাক উঁচু ভাবেন বা এমনটা মনে করেন যে তিনি অনেক টাকা চাইবেন কিন্তু আসলে বিষয়টা এমন নয়। মজা করে এমনটাও বলেছেন, "অনেকে বোধহয় ভুলেই গিয়েছেন যে আমি আছি।" তার পরেই অবশ্য তিনি ওই সাক্ষাতকারে বলেছেন যে অভিনেত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে, একটু বোধহয় সবার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখাটা প্রয়োজন।ফারহান ও অভিষেকের ছবির জোড়া ফার্স লুকহিন্দুস্থান টাইমস-এর ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, সুমনা বলেছেন, "আমার মনে হয় সবাই আমাকে একটু নাক উঁচু ভাবে বা মনে করে যে আমি অনেক টাকা চাইব।

এটা ঠিক যে আমার যা প্রাপ্য আমি সেটাই চাইব কিন্তু যদি প্রজেক্টটা ভাল হয় তবে পারিশ্রমিকের বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করাই যায়। আসলে আমার পিআর স্কিল একদম ভাল না। সেটা অনেক দেরিতে বুঝেছি এখন আমি নতুন করে মিটিং করছি, ফোন করছি, মেসেজ করছি, বলতে গেলে কাজ চাইছি।"সেই নিয়ে অবশ্য তাঁর মনের কোনও গ্লানি নেই। একটা সময় পর্যন্ত তিনি মনে করতেন যে শুধু ভাল কাজ করলেই যথেষ্ট। কিন্তু অভিনেত্রী এখন উপলব্ধি করেছেন যে সেটাই যথেষ্ট নয়। তিনি ওই সাক্ষাতকারে এমনটাও বলেছেন যে ভাল চরিত্র পেতে, ভাল প্রজেক্ট পেতে আগ্রহী ঠিকই কিন্তু এমনটা নয় যে সেটা মুখ্য চরিত্রই হতে হবে। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, কাজ পাওয়া নিয়ে সুমনা সম্

মঙ্গলবার আগরতলায় রাজ্যে আইনের শাসন নিয়ে বিক্ষোভ র‍্যালী করে কংগ্রেস। ছেবি- নিজস্ব।

জেএনইউয়ে হামলার প্রতিবাদীদের টেনেহিঁচড়ে সরানোর অভিযোগ মুম্বইয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে

মুম্বই, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : জেএনইউয়ে হামলার প্রতিবাদে মুম্বইয়ের গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ায় সামনে আন্দোলনরত প্রতিবাদীদের জোর করে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল মুম্বই পুলিশের বিরুদ্ধে। রবিবার রাত থেকে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার সামনে জমায়েত হওয়া প্রতিবাদীদের মঙ্গলবার সকালে নিকটবর্তী আজাদ ময়দানে সরিয়ে দেয় পুলিশ। তারপরই অবশ্য প্রতিবাদীরা জমায়েত তুলে নেন, ঘোষণা করেন প্রচুর মানুষের সাড়া পাওয়া গিয়েছে, প্রতিবাদ আন্দোলন সফল। তাঁরা তখনকার মতো আজাদ ময়দান ছাড়লেও তাঁদের এই আন্দোলন চলতে থাকবে বলেও জানিয়েছেন।
জেএনইউতে হামলার কিছু পর থেকেই রবিবার মাঝরাতে দক্ষিণ মুম্বইয়ে সমুদ্রের পাশে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ায় জমায়েত করতে শুরু করেন একদল ছাত্র। জেএনইউ প্রাক্তনী উমর খালিদ এবং কুণাল কামরাও এই প্রতিবাদে অংশ নেন। পড়ুয়া ছাড়াও অনেক সাধারণ মানুষ এই প্রতিবাদ জমায়েতে অংশ নেন। কিন্তু মুম্বই পুলিশের হস্তক্ষেপে মঙ্গলবার সেই জমায়েত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। প্রতিবাদ আন্দোলন তখনকার মতো তুলে নেন পড়ুয়ারা। মুম্বই পুলিশের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, তাঁদের বলপূর্বক গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার সামনে থেকে সরানো হয়েছে। মুম্বই পুলিশের বক্তব্য, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া মুম্বইয়ের ব্যস্ত এলাকা। প্রতিবাদীরা রাস্তা অবরোধ করায় পর্যটকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষকেও অসুবিধায় পড়তে হচ্ছিল। ব্যাহত হচ্ছিল যান চলাচল। সে কারণেই মুম্বই পুলিশ তাঁদের ওই এলাকা থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের সত্যের পথে চলার বার্তা নাকভির

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে দেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে চলা বিক্ষোভ নিয়ে নিজের ক্ষোভ উগড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়কমন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নাকভি।
মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে দাঁড়িয়ে মুক্তার আব্বাস নাকভি জানিয়েছেন, মিথ্যা প্রচারে প্রভাবিত হয়েই বিক্ষোভ দানা বেঁধেছে। বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য করে নাকভির দাবি সত্যের পথে চলা উচিত। সিএএ নিয়ে ইতিমধ্যেই সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশে শান্তি বজায় রাখাটা প্রত্যেকের কর্তব্য। পাশাপাশি কাশ্মীর মুক্তির পোস্টার যা মুম্বইতে দেখা গিয়েছিল তারও নিন্দা করেছেন তিনি। উল্লেখ করা যেতে পারে সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হওয়ার পর আইনে পরিণত হয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হয়ে আসা অমুসলমানদের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
হিন্দুস্থান সমাচার/শুভঙ্কর/ সঞ্জয়
অসমে বনভূমির পরিসর বেড়েছে, জানান মন্ত্রী পরিমল
গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : গত দু বছরে অসমের বনভূমির পরিসর বৃদ্ধি হয়েছে, জানিয়েছেন বিভাগীয় মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। 'ইন্ডিয়া স্টেট অব ফরেস্ট রিপোর্ট ২০১৯'-এর এক প্রতিবেদনের উদ্ধৃতি দিয়ে এই তথ্য দিয়েছেন মন্ত্রী পরিমল।
হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, গত দুবছরে সামগ্রিকভাবে ভারতে অরণ্যে পরিবেষ্টিত জমির পরিমাণ বেড়েছে। এর এক ইতিবাচক পরিবর্তন অসমের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। তিনি জানান, অসমে দু বছরে মোট ২২১.৫৪ বর্গ কিলোমিটার বনভূমির পরিসর বৃদ্ধি হয়েছে। শতকরা হিসাবে ০.৭৯ শতাংশ। জরিপের ভিত্তিতে প্রতি দুবছর অন্তর কেন্দ্রীয় সরকার দেশের বনাঞ্চল সম্পর্কিত রিপোর্ট প্রকাশ করে থাকে বলেও জানান মন্ত্রী।
বিস্তৃত তথ্য দিয়ে পরিমল শুক্লবৈদ্য জানান, অসমের মোট বনভূমির ৭৮,৪৩৮ বর্গ কিলোমিটারের ৩৬.১১ শতাংশ বা ২৮,৩২৭ বর্গ কিলোমিটার জঙ্গলের অন্তর্গত। ২০১৭ সালে এর পরিমাণ ছিল ২৮,১০৫ বর্গ কিলোমিটার। তবে এই বৃদ্ধির হার সর্বত্র একই নয়। কেননা, কারবি আংলং, পশ্চিম কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাও-সহ কয়েকটি জেলায় বনাঞ্চলের পরিসর কমেছে। এর কারণ হিসেবে ব্যাপক হারে বনধ্বংস হতে পারে বলে মনে করছেন মন্ত্রী।
মন্ত্রী শুক্লবৈদ্য জানান, সামগ্রিকভাবে গোটা ভারতের মোট ১৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তনমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর দিল্লিতে এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন।

ইরানের বিদেশমন্ত্রীর ভিসা বাতির করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন, ৭ জানুয়ারি (হি. স.) : ইরানের বিদেশমন্ত্রী মহম্মদ জাভেদ জারিফের ভিসা বাতিল করল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপুঞ্জে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল ইরানি বিদেশমন্ত্রীর। ভিসার আবেদন বাতিল হওয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সফর বাতিল করতে হবে তাঁকে।
১৯৪৭ সালের জাতিসংঘের 'সদর দফতর চুক্তি' মাফিক, জাতিসংঘে আমন্ত্রিত কূটনীতিকদের ভিসা দিতে বাধ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরানের বিদেশমন্ত্রী জাভেদ জারিফের ভিসার আবেদন বাতিল হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে নানামহলে। ওয়াশিংটনের দাবি, নিরাপত্তা, সন্ত্রাস ও বিদেশনীতির কারণেই ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও এই ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফে কিছু জানানো হয়নি। গত বছর এপ্রিল ও জুলাইতেও যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সভায় যোগ দিয়েছিলেন জাভেদ জারিফ। তবে পরবর্তীকালে জাভেদ জারিফের উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, যুক্তরাষ্ট্রের কোনও সংস্থায় ইরানি বিদেশমন্ত্রীর অর্থ থাকলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে, তাঁর বিদেশ সফরও সীমিত হয়ে পড়বে। প্রসঙ্গত, শুক্রবার ভোররাতে মার্কিন ড্রোন হানায় বাগদাদ বিমানবন্দরে বাইরে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ড কোরের কুদস বাহিনীর প্রধান কাসেম সোলেমানির মৃত্যুর পরে দুই দেশের উত্তেজনার পারদ আরও চড়েছে।

পড়ুয়াদের ভবিষ্যত নিয়ে খেলা করছে কংগ্রেস তোপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে(জেএনইউ) দুষ্কৃতি হামলার দায় বিরোধী দলগুলির উপর চাপালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই।
মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিত্যানন্দ রাই জানিয়েছেন, বিরোধী দলগুলির চক্রান্তের একটি অংশ হল জেএনইউতে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হওয়া। কংগ্রেস, আম আদমি পার্টি সহ বিরোধী দলগুলিকে উদ্দেশ্য করে নিত্যানন্দ রাই বলেন, পড়ুয়ারা হচ্ছে দেশের ভবিষ্যত। তাই কংগ্রেস এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উচিত তাদের বিভ্রান্ত না করা। রাজনৈতিক দলগুলি ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে পড়ুয়াদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সিএএ নিয়ে বিরোধীদের দাবিকে কটাক্ষ করে তাঁর পাল্টা দাবি, সিএএ কোনও সম্প্রদায়ের নাগরিকত্ব হরণ করার জন্য নয়। নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য সিএএ।
উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার রাতে মুখে কাপড় বেঁধে একদল দুষ্কৃতি জেএনইউ চত্বরে ঢুকে তাণ্ডপ চালায়। গুরুতর জখম একাধিক পড়ুয়া।
প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, দেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে এবং সমাজকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে দেশবাসী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরই আস্থা রেখেছেন। বিরোধীদের কষাঘাত করে তাঁর দাবি যারা সিএএ বিক্ষোভ করছে, তারা আদপে রাজনীতি করছে।

জেএনইউ নিয়ে যাঁরা সরব, যাদবপুর নিয়ে নিশ্চুপ কেন? ট্যুইটে রাজ্যপাল

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি. স.) : ক'দিন যাদবপুর নিয়ে ট্যুইটে আড়ালে থাকার পর ফের সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। মঙ্গলবার তিনি ট্যুইটে লিখলেন, এটা খুব দুঃখের যে
জেএনইউ নিয়ে যাঁরা প্রবলভাবে সরব, যাদবপুরের এক পক্ষকাল আগের ঘটনা নিয়ে নিশ্চুপ।" এইসঙ্গে রাজ্যপাল এটাও স্বীকার করেছেন, শিক্ষাঙ্গণে যে কোনও হিংসাত্মক ঘটনা নিন্দনীয়। কোনওভাবে এসব মেনে নেওয়া যায় না। এদিন সকালে অপর একটি ট্যুইটে তিনি অভিযোগ করেছেন ভুল করে অথবা নিস্ক্রিয় থেকে রাজ্য এবং শিক্ষা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যের মর্যাদা ক্ষুন্ন করছে। বেছে বেছে কেন যাদবপুর চত্বরে হিংসা ও বিশৃঙ্খলা? ঘরের আগুন তো আগে নেভাতে হবে! এ নিয়ে আশা করি আত্ম-অনুসন্ধান হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে, যাদবপুরে গত সমাবর্তনে আমন্ত্রিত হয়ে আচার্য সেখানে গেলে তৃণমূল প্রভাবিত কর্মিসমিতির সদস্যদের বাধায় ঢুকতে পারেননি। প্রবল বিক্ষোভ ও কালো পতাকার সম্মুখীন হতে হয় তাঁকে। তাঁকে ছাড়াই সমাবর্তন হয় সেদিন। এর আগের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট-এর বৈঠকে অংশ নিতে গিয়েও ওই কর্মিসমিতি এবং বাম পড়ুয়াদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন রাজ্যপাল।

বিএফজেএ-র মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান স্বস্তিকার, ফেসবুকে ভাইরাল

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বিএফজেএ) পুরস্কারের মনোনয়ন প্রত্যাহারের আবেদন করলেন অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। ফেসবুকে তাঁর এই আর্জি রীতিমত ভাইরাল। স্বস্তিকা উদ্যোক্তাদের উদ্দেশে লিখেছেন, তিনি জানতে পেরেছেন শাহজাহান রিজেন্সি ছবির হিসাবে তাঁকে মনোনীত করা হয়েছে। কিন্তু, তিনি ওই ছবিতে কারও সহায়িকা হিসাবে অভিনয় করেছেন বলে মনে করেন না। তাই এই মনোনয়ন থেকে উদ্যোক্তারা সরে দাঁড়ান। এ দেশে সব কিছুই যেন ছেলেখেলা! এই সিদ্ধান্ত উদ্যোক্তা সংগঠনকে আহত করবে। তাই এই মণোনয়ন এবং পুরস্কার গ্রহণে (আদৌ সে রকম পরিকল্পনা থাকলে) তাঁর আপত্তি আছে।
ফেসবুকে সোমবার ৬টা ৫৩-তে পোস্ট করার পর প্রথম দু"ঘন্টায় ১৬০০ লাইক, ১৮৫ মন্তব্য, ৭০টি শেয়ার হয়। মঙ্গলবার সকাল ৯ টা ২৩-এ হয় ২৪০০ লাইক, ২৫৭ মন্তব্য, ১০১টি শেয়ার। কুমার জিৎ নামে একজন লিখেছেন, "তাহলে লিড অ্যাকট্রেস কে ছিলেন!! আমার তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে। সঠিক ছবিটা দেখেছিলাম তো!!" অয়ন ভট্টাচার্য লিখেছেন, "তুমি যদি সাপোর্টিং অ্যাকট্রেস হও এই ছবিতে তাহলে লিড অ্যাকট্রেস কে ছিল ছবিতে? সঠিক সিদ্ধান্ত তোমার।' সৌমিক সূত্রধর লিখেছেন, "কী দিনকাল পড়ল মাইরি.....আপনিও বুদ্ধিজীবি হয়ে গেলেন....ঠিক আছে...আপনার পোস্ট যেন ভবিষ্যতেও পাওয়া যায় যদি উল্টো ঘটনা ঘটে।'
প্রতীক মজুমদার লিখেছেন, "দেখ, একাই একশো ইনি কচুকাটা করার জন্য।।দারুন। মন ছুঁয়ে গেলেন।' আরিফ রহমান

ছয়ের পাতায়

ফের সাফল্য এসটিএফ-এর, উল্টোডাঙায় প্রচুর জালনোট-সহ ধৃত দুই

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতায় আবারও জালনোট চক্রের পর্দাফাঁসউ ফের বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)উ সোমবার বিকেলে চারটে নাগাদ উল্টোডাঙা থানার অন্তর্গত রায়চরণ সাঁধুখা রোডে প্রচুর পরিমাণে জালনোট-সহ দু'জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফউ ধৃত পাচারকারী নাম হল, জিয়াউল হক (৩২) এবং রাকিব শেখ ওরফে রকি (২০)উ ধৃতদের বাড়ি মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত মহবতপুর গ্রামেউ রাতেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়।
এ ব্যাপারে মঙ্গলবার সকালে এসটিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ২ জানুয়ারি কালিয়াচকের (মালদহ) বাসিন্দা কৃষ্ণ মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিলউ কৃষ্ণ মণ্ডলকে জেরা করার পর এই দু'জনের সম্পর্কে জানতে পারে এসটিএফউ সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ উল্টোডাঙা থানার অন্তর্গত রায়চরণ সাঁধুখা রোডে মালদহের বাসিন্দা ওই দু'জনকে পাকড়াও করে এসটিএফউ ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৭,০০,০০০ টাকার জালনোটউ ২০০০ টাকার মোট ৩০০টি এবং ৫০০ টাকার ২০০টি জালনোট উদ্ধার করা হয়েছে ওই পাচারকারীদের কাছ থেকেউ রাত ৮.২৫ মিনিট নাগাদ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়উ কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বিপুল পরিমাণে ওই জালনোট এবং কোথায় পাচার করার পরিকল্পনা ছিল, সে বিষয়ে জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

ফের সাফল্য এসটিএফ-এর, উল্টোডাঙায় প্রচুর জালনোট-সহ ধৃত দুই

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতায় আবারও জালনোট চক্রের পর্দাফাঁসউ ফের বড়সড় সাফল্য পেল কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)উ সোমবার বিকেলে চারটে নাগাদ উল্টোডাঙা থানার অন্তর্গত রায়চরণ সাঁধুখা রোডে প্রচুর পরিমাণে জালনোট-সহ দু'জন পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে এসটিএফউ ধৃত পাচারকারী নাম হল, জিয়াউল হক (৩২) এবং রাকিব শেখ ওরফে রকি (২০)উ ধৃতদের বাড়ি মালদহ জেলার কালিয়াচক থানার অন্তর্গত মহবতপুর গ্রামেউ রাতেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়উ
এ ব্যাপারে মঙ্গলবার সকালে এসটিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ২ জানুয়ারি কালিয়াচকের (মালদহ) বাসিন্দা কৃষ্ণ মণ্ডলকে গ্রেফতার করেছিলউ কৃষ্ণ মণ্ডলকে জেরা করার পর এই দু'জনের সম্পর্কে জানতে পারে এসটিএফউ সোমবার বিকেল চারটে নাগাদ উল্টোডাঙা থানার অন্তর্গত রায়চরণ সাঁধুখা রোডে মালদহের বাসিন্দা ওই দু'জনকে পাকড়াও করে এসটিএফউ ধৃতদের হেফাজত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৭,০০,০০০ টাকার জালনোটউ ২০০০ টাকার মোট ৩০০টি এবং ৫০০ টাকার ২০০টি জালনোট উদ্ধার করা হয়েছে ওই

ছয়ের পাতায়

ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক দৃঢ় থেকে আরও শক্তিশালী হয়েছে : ট্রাম্পকে ফোন মোদীর

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): সুদৃঢ় থেকে আরও শক্তিশালী হয়েছে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কউ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ প্রধানমন্ত্রীর দফতর (পিএমও)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতা বাড়াতে উভয়ে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেনউ
মঙ্গলবার সকালে পিএমও-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইংরেজি নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, তাঁর পরিবার এবং আমেরিকার জনগণকে শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি নতুন বছরে সুস্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি এবং সাফল্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রীউ পিএমও-র পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময় প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সুদৃঢ় থেকে আরও শক্তিশালী হয়েছে ভারত-আমেরিকা সম্পর্কউ পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতা বাড়াতে উভয়ে একসঙ্গে কাজ চালিয়ে যাওয়ারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেনউ
মার্কিন প্রেসিডেন্টও ভারতীয়দের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়েছেনউ পিএমও জানিয়েছেন, নতুন বছরে প্রতিটি ভারতবাসীর সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি কামনা করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পউ বিগত কয়েক বছরে ভারতের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পউ

অবন্তীপোরায় এনকাউন্টারে খতম সন্ত্রাসবাদী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনীউ জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদীউ নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম-শাহিদউ বাড়ি অনন্তনাগ জেলার বিজবেহারা এলাকায়উ গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদউ
কাশ্মীর জোন পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরায় সুরক্ষা বাহিনী এবং সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়উ ওই সন্ত্রাসবাদীকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছিল, কিন্তু আত্মসমর্পণ করার পরিবর্তে ওই সন্ত্রাসবাদী গুলি চালাতে শুরু করেউ এরপর শুরু হয় গুলির লড়াইউ গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছে শাহিদ নামে ওই সন্ত্রাসবাদীউ এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদউ নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছেউ ওই এলাকায় আর কোনও সন্ত্রাসবাদী লুকিয়ে রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে গোটা এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনীউ
তিলোত্তমায় ফের পারদ-পতন, বজায় রয়েছে শীতের আমেজ
কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): ফের পারদ-পতন তিলোত্তমায়উ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বজায় রয়েছে শীতের আমেজউ দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় ঠাণ্ডার কামড় বেশি উত্তরবঙ্গেউ ঠাণ্ডায় কাঁপছে দার্জিলিং, কালিম্পং, সান্দাকুফ-সহ বিভিন্ন প্রান্তউ পারদ-পতনের পর মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি কমউ সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও কমেছেউ ফলে শীতের আমেজ ভালোই টের পাওয়া গিয়েছে মহানগরীতেউ
কলকাতার তুলনায় ঠাণ্ডার প্রকোপ বেশি গ্রাম বাংলায়উ কাঁপছে কৃষ্ণনগর, শ্রীনিকেতন প্রভৃতি জায়গাউ আলিপুর আবহাওয়া দফতর অবশ্য জানিয়েছে, বুধবার পর্যন্ত শীতের আমেজ থাকবেউ বুধবারের পর পারদ কিছুটা উর্ধমুখী হতে পারেউ বুধবার থেকেই রাতের তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বেউ রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে হতে পারে হালকা বৃষ্টিউ

সামান্য বাড়ল পেট্রোলের দাম, আরও দামি ডিজেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): সামান্য হলেও ফের বাড়ল পেট্রোলের দামউ মহার্ঘ্য ডিজেলওউ মঙ্গলবার দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ফের দামি হয়েছে পেট্রোল-ডিজেলউ দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই এবং চেন্নাইয়ে ০.৫ পয়সা করে বেড়েছে পেট্রোলের দামউ এছাড়াও দিল্লি, কলকাতা এবং চেন্নাইয়ে ০.১১ পয়সা করে বেড়েছে ডিজেলের মূল্যউ
মুম্বইয়ে ০.১২ পয়সা বেড়েছে ডিজেলের দামউ দাম বাড়ার পর মঙ্গলবার দিল্লিতে লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম পৌঁছেছে ৭৫.৭৪ টাকা, কলকাতায় ৭৮.৩৩ টাকা, মুম্বইয়ে ৮১.৩৩ টাকা এবং চেন্নাইয়ে ৭৮.৬৯ টাকাউ দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ডিজেলের বর্ধিত দাম যথাক্রমে-৬৮.৭৯ টাকা, ৭১.১৫ টাকা, ৭২.১৪ টাকা এবং ৭২.৬৯ টাকা

বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ কলকাতায়, ধৃত বিহারের বাসিন্দা

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): কলকাতার বুকে বেআইনি অস্ত্র তৈরির কারখানার হদিশ পেল পুলিশউ সোমবার রাতে কলকাতার নাদিয়াল থানা এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে অভিযান চালিয়ে বিহারের বাসিন্দা একজন অস্ত্র কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশউ ওই বাড়ির একটি ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে একটি ৭ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, একটি অর্ধনির্মিত ম্যাগাজিন, একটি ব্যারেল, তিনটি ড্রিল মেশিন-সহ বিভিন্ন সামগ্রী।ধৃত অস্ত্র কারবারির নাম-আব্দুল কায়ুম ওরফে মুন্নাউ ২৮ বছর বয়সি আব্দুলের বাড়ি বিহারের মুঙ্গের জেলার তারাপুর থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রামেউ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সোমবার রাতে নাদিয়াল থানার অন্তর্গত জেড/৩, ২৩৮/এইচ/১০১, ওয়ারিশ নগর, ৪ নম্বর গলিতে (কলকাতা-৪৪) অবস্থিত একটি ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশউ একতলা বাড়িটির ছাদের উপর একটি ঘরে আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করা হত বলে জানতে পেরেছে পুলিশউ সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয়েছে একটি ৭ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, একটি

ছয়ের পাতায়

থাণে-তে বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত ১২টি গোডাউন, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

থাণে (মহরাষ্ট্র), ৭ জানুয়ারি (হি.স.): মহারাষ্ট্রে থাণে জেলায় বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেল বাতিল সামগ্রীর ১২টি গোডাউনউ মঙ্গলবার ভোররাত ২.১৫ মিনিট নাগাদ থাণে জেলার মুম্ব্রা টাউনশিপের শিল-ফাটা এলাকার খান কম্পাউন্ডে অবস্থিত একটি গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগেউ ওই গোডাউনের ভিতরে বাতিল সামগ্রী, প্লাস্টিক, কাগজ প্রভৃতি মজুত ছিলউ তাই মুহূর্তের মধ্যেই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে পার্শবর্তী আরও ১১টি গোডাউনেউ দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ১২টি বাতিল সামগ্রীর গোডাউনউ বিধ্বংসী আগুনে ১২টি গোডাউন ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছেউ তবে, হতাহতের কোনও খবর নেইউ কিন্তু, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছেউ
মুম্বই দমকল স্টেশনের অফিসার টি এম মিশ্র বলেছেন, 'ভোররাত তখন ২.১৫ মিনিট হবে, মুম্ব্রা টাউনশিপের শিল-ফাটা এলাকার খান কম্পাউন্ডে অবস্থিত একটি গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগেউ ওই গোডাউনের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে বাতিল সামগ্রী, প্লাস্টিক এবং কাগজ মজুত ছিলউ দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে পার্শবর্তী আরও ১১টি গোডাউনেউ দমকলের ছ'টি ইঞ্জিন ও দমকল কর্মীদের পাঁচ ঘন্টায় প্রচেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে আগুনউ তবে, বিধ্বংসী আগুনে ১২টি গোডাউন ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছেউ অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেইউ আগুন লাগার প্রকৃত কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে

জেএনইউ পড়ুয়া নিগ্রহে মর্মাহত কবীর

মুম্বই, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জেএনইউ) দুষ্কৃতি হামলায় মর্মাহত চলচ্চিত্র পরিচালক কবীর খান। রবিবার রাতে মুখে কাপড় বেঁধে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতি। এই হামলায় গুরুতর জখন হন একাধিক পড়ুয়া। আহতদের দ্রুত এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় গভীর ভাবে মর্মাহত বলিউডের জনপ্রিয় পরিচালক কবীর। জেএনইউর প্রাক্তনী হিসেবে বিষয়টিকে হৃদয়বিদারক আখ্যা দিয়ে বজরঙ্গী ভাইজান খ্যাত পরিচালক কবীর খান জানিয়েছেন, 'লাঠি হাতে ৫০-৬০ জনের একটি দল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে পড়ুয়াদের মারধর করে এবং ভাঙচুর চালায়। আমাদের দেশে এমন ঘটনা খুবই দুঃখজনক'
এর আগে এই হামলার নিন্দা করেছেন বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা অনিল কাপুর। জেএনইউ হামলার ঘটনা শুনে তিনি সারা রাত ঘুমতো পারেননি বলে জানিয়েছেন।
সোমবার একাধিক বলিউড অভিনেতা জেএনইউ কাণ্ডে সরব হয়েছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছে তাপসী পান্নু, দিয়া মির্জা। পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ এবং জোয়া আখতারও এই হামলার নিন্দা করেছেন।

বিহারে স্ত্রী ও স্বামীকে গলা কেটে নৃশংস খুন, তদন্তে পুলিশ

পাটনা, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): বিহারের পূর্ব চম্পারণ জেলায় স্বামী-স্ত্রীকে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুন করল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরাউ পূর্ব চম্পারণ জেলার সুগৌলী থানার অন্তর্গত ছপরা বহাসের লালা টোলা গ

প্রয়াত প্রাক্তন ওয়েস্টার্ন সেনা কমান্ডার পি এন হুন

চন্ডীগড়, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): প্রয়াত হলেন প্রাক্তন ওয়েস্টার্ন সেনা কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রেম নাথ হুন। ১৯৮৪ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন প্রাক্তন ওয়েস্টার্ন সেনা কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রেম নাথ হুন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন সোমবার সন্ধ্যায়। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে বিগত দু"দিন ধরে পাঁচকুলার, চন্ডীমন্দির, কমান্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন প্রাক্তন ওয়েস্টার্ন সেনা কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রেম নাথ হুন।

সোমবার সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিট নাগাদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। ১৯২৯ সালের ৪ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল প্রেম নাথ হুন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন প্রেম নাথ হুন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অপারেশন "মেঘদূত"। "মেঘদূত" অপারেশনেই সিয়াচেন হিমবাহ দখলে নিয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী।

জেএনইউ ক্যাম্পাসে ভাঙচুর, ঐশী-সহ ২০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.): জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) ক্যাম্পাসে ভাঙচুরের অভিযোগে এফআইআর দায়ের হল জেএনইউ-র বাম ছাত্র নেত্রী ঐশী ঘোষ এবং আরও ১৯ জনের বিরুদ্ধেউ ৫ জানুয়ারি, রবিবার সন্ধ্যায় জেএনইউ ক্যাম্পাসে মুখোশধারীদের হামলার আগের দিন, ৪ জানুয়ারি সার্ভার রুমে ভাঙচুর ও নিরাপত্তারক্ষীদের আক্রমণ করার অভিযোগে ঐশী-সহ ২০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশউ

গত ৪ জানুয়ারি জেএনইউ ক্যাম্পাসের সার্ভার রুমে ভাঙচুর করা হয়উ সেই ঘটনাতেই ঐশী ঘোষ-সহ ২০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে দিল্লি পুলিশউ মঙ্গলবার সকালে দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ৪ জানুয়ারি জেএনইউ ক্যাম্পাসের সার্ভার রুমে ভাঙচুর এবং নিরাপত্তারক্ষীদের আক্রমণ করার অভিযোগে জেএনইউএসইউ প্রেসিডেন্ট ঐশী ঘোষ-সহ ২০ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছেউ জেএনইউ কর্তৃপক্ষই অভিযোগ দায়ের করেছিলউ ৫ জানুয়ারি এফআইআর দায়ের করা হয়উ

প্রসঙ্গত, ৪ জানুয়ারি সার্ভার রুম ভাঙচুর করার পরবর্তী দিন, ৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় জেএনইউ ক্যাম্পাসে হামলা চালায় মুখে কাপড় বাঁধা একদল যুবকউ ব্যাপক ভাঙচুর করার পাশাপাশি পড়ুয়াদেরও মারধর করা হয়উ রবিবার সন্ধ্যার হামলার ঘটনায় ঐশী-সহ মোট ৩৪ জন আহত হনউ সেই ঘটনাতেও এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশউ তবে, অভিযুক্তদের এখনও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ

ফেসবুকে ভাইরাল

পাচের পাতার পর

লিখেছেন, "আপনার মত মনের মানুষ যে এখনও আছে এটা ভেবেই ভাল লাগছে। এতদিন আপনার সৌন্দর্যের প্রতি এবং আপনার কাজের প্রতি দুর্বলতা অনুভব করতাম, কিন্তু এখন আপনার মনের অনুভূতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আপনার একজন অনুরাগী হয়ে গর্ব বোধ করছি। পাশে আছি...' সায়ন দীপ লিখেছেন, "এভাবে খিল্লি করে দিলে আওয়ার্ড ওয়ালা দের! মা কালি, মজা পেয়ে গেছি হেব্বি ...।' তপু মাহমুদ লিখেছেন, "প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর"। কৌশিক তা লিখেছেন, "এটা দুর্ভাগ্যজনক। " সুজিত পাঁজা লিখেছেন, "প্রতিদিন নতুন করে জানছি। কুর্ণিশ।' সৈয়দ জিশান হোসেন লিখেছেন, "মানুষ থেকেই মানুষ আসে। বিরুদ্ধতার ভীড় বাড়ায়। আমরা মানুষ, তোমরা মানুষ। তফাত শুধু শিরদাঁড়ায়।'

তরুণ প্রধান লিখেছেন, "ক্লাসিক হিরোইন বাংলা ফ্লিমের উজ্জ্বল তারকার রামধনু রং এর প্রতিবাদী বিচ্ছুরনকারিনী।।" কাক্কেশ্বর কুচকুচে লিখেছেন, "যাঃ এবার ডব্লুবিএফজেএ বন্ধ হয়ে যাবে।' সনিয়া অধিকারী মন্তব্য করেছিলেন, "আপনার জন্য গর্বিত, কিন্তু নিজের কেরিয়ারের কথা ভাবুন, আওয়ার্ড আপনাকে বিজেপি আরএসএস দিচ্ছেনা, গোটা সিস্টেম এর মধ্যে ওদের বিরোধী মানুষও আছেন। ধন্যবাদ।" কিন্তু পাঁচ ঘন্টা বাদে মত বদলে লেখেন, "দিদি আমি আপনার ফ্যান, আপনার স্টাইল, গলার স্বর, অভিনয় এবং রাজনৈতিক সচেতনতায় আমি মুগ্ধ। আপনার আরো নাম নামজশ হোক মন থেকে চাই। সকলের মন্তব্য শুনে মনে হচ্ছে আমিই ভুল বলেছি।'

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সোলেমানির শেষযাত্রায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা, পদপিষ্ট হয়ে মৃত কমপক্ষে ৩৫

তেহেরান, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : কাশেম সোলেমানির শেষযাত্রায় পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হল কমপক্ষে ৩৫ জনের। জখম হয়েছে আরও শতাধিক। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ইরানের কুদুস বাহিনীর সোলেমানির শহর কেরমানে। এই ঘটনার পরেই গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই ও রাষ্ট্রপতি হাসান রৌহানি। মৃতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার পাশাপাশি জখমদের সমস্ত রকম সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন তাঁরা। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে ইরানে। ইরানের প্রশাসন সূ জানা গিয়েছে, তেহেরানে কাশেম সোলেমানির শেষযাত্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে রাস্তায়। মঙ্গলবারও সেই একই ছবি চোখে পড়ে ইরানের সবথেকে জনপ্রিয় সেনা আধিকারিকের নিজের শহর কেরমানে। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে শোকপ্রকাশ করতে করতে রাস্তায় হাঁটছিলেন অসংখ্য মানুষ। এই মিছিল থেকে মাঝে মাঝেই আমেরিকা নিপাত যাক বলে স্লোগানও উঠছিল। সেসময় আচমকা হুড়োহুড়ি শুরু হয় শেষযাত্রায় থাকা মানুষদের মধ্যে। এর ফলে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় কমপক্ষে ৩৫ জনের। জখম হন আরও শতাধিক মানুষ। পরে তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শাসক-বিরোধী সম্মুখ সমরে

● প্রথম পাতার পর

বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতারা প্রাণের ভয়ে পালাতে শুরু করেন। অবশ্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি কিছুক্ষণের মধ্যেই নিমন্ত্রণে চলে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, বিজেপিকে মিছিল ও পথসভা করার জন্য বিকেল চারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল এবং সিপিএমকে দেওয়া হয়েছিল বিকেল পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত সময়।

শিশুশ্রমিক উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

সূযোগ নিচ্ছেন কতিপয় অসাধু ব্যবসায়ী। কম পারিশ্রমিকে অত্যধিক পরিশ্রম করিয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করছেন সংশ্লিষ্টরা।

আজকের সচেতনতামূলক অভিযানের অঙ্গ হিসেবে পানিসাগর জলেবাসা এলাকায় কয়েকটি ইটভাট্টায় গিয়ে তাঁরা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান যাচাই করেছেন। সে সময় স্থানীয় বাসিন্দা জনৈক সুজিত সেনের মালিকানাধীন এসআরআই নামের ইটভাট্টায় ১৪ বছরের এক মহিলা শিশুশ্রমিকের সন্ধান পেয়েছেন অভিযানকারীরা। মেয়েটির মূল বাড়ি ঝাড়খণ্ডের গাগরা থানা এলাকার ডাউকি গ্রামে। সে গাগরা স্কুলে অষ্টমশ্রেণিতে পড়াশুনা করত। কিন্তু আর্থিক দৈন্যতার কারণে রাঁচির গোখরা জেলার বস্মনপুরের বাসিন্দা জনৈক মহেশ ওরাং তাকে কাজ দেওয়ার নামে জলেবাসায় অবসিত এই ইটভাট্টায় নিয়ে আসেন।

সব শোনে অভিযানকারী চাইল্ডলাইন ওয়েলফেয়ার কমিটি এর চাইল্ডলাইন ধর্মনগর জাম্পুই সাবসেন্টারের কর্মকর্তারা বিষয়টি বিভাগীয় উর্ধতন কতৃপক্ষের নজরে নেন। এর পর শ্রম দফতরের আধিকারিকরা শিশুশ্রম আইনের বলে নাবালিকাকে উদ্ধার করে পানিসাগর পুলিশের সহায়তায় ধর্মনগরের দেওয়ানপাশায় অবস্থিত সরকারি আবাসনে নিয়ে যাওয়া হয়।

রক্তদান শিবির

আটের পাতার পর

পারেন। কিন্তু শরীরে অতিরিক্ত যে পরিমাণ রক্ত থাকে তা কোনদিনই কোন কাজে লাগে না। একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়ে দিয়ে অপর একজনের জীবন বাঁচানো সম্ভব। এই মহৎ কাজে সমাজের সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

৫৭৭০ টাকা

আটের পাতার পর

সঙ্গে চন্দ্রজয় রিয়াং'র বাইকটিও উদ্ধার করতে পেরেছে। এদিকে মঙ্গলবার সকালে থানার বড়বাবু জানিয়েছে ইতিমধ্যে পুলিশের কাছে নামধান এসেছে ঘটনার সাথে কারা জড়িত। পুলিশ তদন্তের এখনই নাম প্রকাশ না করলেও আশাবাদী ইতিমধ্যে পুলিশের জালে ধরা পড়বে আসামীরা। এদিকে পুলিশের কাছে এফআইআর করেছে চন্দ্রজয়। যার নম্বর ০০০১/২০২০ ৩৯২ আইপিসি/২৭ ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে বাইকটিকে গর্জি ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে চন্দ্রজয়ের হাতে পৌঁছে দেবার জন্য।

অতুল বরাদের বহিষ্কারের দাবি

আটের পাতার পর

দফতরে মঙ্গলবার তাঁর অনুগামী একাংশ তৃণমূল কর্মীর সঙ্গে দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক প্রফুল্লকুমার কুমার মহন্তের 'সিএএ' সম্পর্কে আলোচনা করতে এক বৈঠকে বসার কথা ছিল। কিন্তু নানা বিবাদের জেরে অবশেষে সদর দফতরে তাঁরা বৈঠক করতে পারেননি।

প্রফুল্ল মহন্ত-সহ দলের তৃণমূল কর্মীরা আজ যথাসময় সদর দফতরে উপস্থিত হন। কিন্তু দফতরের যে তিন প্রবেশদ্বার আছে, সবকয়টিতে ভিতর থেকে তালা সেঁটে রাখা ছিল। নিজের হাতে গড়া দলীয় কার্যালয়ের মূল-সহ সব প্রবেশদ্বারে তালা দেখে ফিরে যান দলের রূপকার তথা প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রফুল্লকুমার ও তাঁর অনুগামীরা। এখান থেকে চলে গিয়ে তাঁরা বৈঠক করেছেন অসম সাহিত্য সভার লক্ষ্মীরাম বরুয়া ভবনের প্রেক্ষাগৃহে। সেখানে অগপ-র প্রাক্তন সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী তথা তেজপুরের বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী, পাটাসারকুচির বিধায়ক পবিন্দ্র ডেকা-সহ আরও কয়েকজন নেতা ছিলেন বলে জানা গেছে। এদিকে অগপ-র মহন্ত-অনুগামী ক্ষুব্ধ কর্মীদের অভিযোগ, দলের সভাপতি অতুল বরা (রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী)-র নির্দেশে কার্যালয়ের মূল ও অন্য দুই গেটে তালা ঝোলানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত, দলের ৩০টি জেলা কমিটি এবং চারটি ভ্রাতৃ সংগঠনের কার্যকর্তাদের উপস্থিত বৈঠকে অগপ-র বর্তমান নেতৃত্বের ক্ষুরধার সমালোচনা করেছেন সকলে। তাঁরা সভাপতি অতুল বরা, কার্যনির্বাহী সভাপতি কেশব মহন্ত, ফণীভূষণ চৌধুরী (তিনজনই রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রী) এবং তাঁদের সহযোগী অন্য নেতাদের দল থেকে বহিষ্কার করার দাবি তুলেছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইনকে সমর্থন করে বিজেপি-র সঙ্গে আপস করেছেন। তাঁরা নাকি অসমের জনতাকে সিএএ-কে সমর্থন করার আর্জি জানাচ্ছেন, অভিযোগ মহন্তপন্থী অগপ কর্মীদের।

ধৃত বিহারের বাসিন্দা

পাচের পাতার পর

অর্ধনির্মিত ম্যাগাজিন, একটি ব্যারেল, তিনটি ড্রিল মেশিন-সহ বিভিন্ন সামগ্রীউ পুলিশ সূত্রের খবর, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারবারে সামিল রয়েছে ওই বাড়ির মালিক মহম্মদ কলিম-সহ অন্যরাওউ তাঁদের হদিশ পাওয়া যায়নিউ আব্দুলের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

ধৃত দুই

পাচের পাতার পর

পাচারকারীদের কাছ থেকেউ রাত ৮.২৫ মিনিট নাগাদ দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়উ কোথা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বিপুল পরিমাণে ওই জালনোট এবং কোথায় পাচার করার পরিকল্পনা ছিল, সে বিষয়ে জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশউ

আন্তর্জাতিক চাকমা ন্যাশনাল ডে পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৭ জানুয়ারি।। আজ কাঞ্চনপুর টাউন হলে ১২ টা ২০ মিনিটে চাকমা নেশনাল ডে পালিত করা হয়।পতাকা উত্তোলন করেন চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরা এবং যারা মঞ্চে ছিলেন তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ভেজ পরিয়ে। সূচনা করেন যুবতীরা চাকমা নৃত্যের মাধ্যমে। ১৪১৮ সালে ৭ জানুয়ারি মগ সম্প্রদায় ও চাকমা সম্প্রদায় মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। তখন চাকমারা মনে করেছিল। সব চাকমারা নাকি মারা গেছে। কিন্তু দেখা যায় চাকমা সম্প্রদায়ের আছে। তখন থেকে চাকমারা ৭ জানুয়ারি ওই দিনটিকে চাকমা নেশনাল ডে পালিত করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অনিরুদ্ধ চাকমা ও এডভোকেট উদয় জ্যোতি চাকমা, সুবা রঞ্জন চাকমা, চন্দন চাকমা। রিয়াং সম্প্রদায়ের থেকে ছিলেন সন্তোষ রিয়াং ও চন্দ্রগুপ্ত বড়ুয়া। সারাদিন ব্যাপী চাকমা কালচারাল নৃত্যের মাধ্যমে চলছে।

দিল্লির আইনশৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ আপ নেতার

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : জেএনইউ কাণ্ডের পর দিল্লি আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন আম আদমি পার্টি (আপ) নেতা সঞ্জয় সিং। ফেব্রুয়ারিতে বিধানসভা নির্বাচন দিল্লিতে।তার আগে রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কেন্দ্রের উপর দায় চাপালেন আপ নেতা সঞ্জয় সিং। এদিন তিনি বলেন, রাজধানীর আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় পড়ুয়া, শিক্ষক, মহিলাদের উপর হামলা চলছে। নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। বর্তমান পরিস্থিতি একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে না কেন্দ্র। জেএনইউ থেকে স্পষ্ট দিল্লির আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই।

প্রসঙ্গত, রবিবার রাতে জেএনইউ চত্বরে ঢুকে মুখ ঢেকে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতি। এই হামলায় গুরুতর জখম একাধিক পড়ুয়া।

সুনীল ভৌমিক

● প্রথম পাতার পর

৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে সুনীল ভৌমিকের জামিন মঞ্জুর করেছে। তাঁর দাবি, আগেও বলেছি, সুনীল ভৌমিকের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা হয়না না। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করার মত কোন দোষ করেননি সুনীল ভৌমিক। শ্রী বিশ্বাস বলেন, আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টে সুনীল ভৌমিকের জামিন নিয়ে উভয় পক্ষের সওয়াল হয়েছে। আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুরে সম্মত হয়েছে।

ফাঁসি ২২শে

● প্রথম পাতার পর

জীবনের লড়াইতে হেরে যান নির্ভয়া। আদালত কক্ষে সুবিচার যেন তাঁকে জিতিয়ে দেয়, সেই অপেক্ষাতেই রয়েছে সবাই। হিন্দুস্থান সমাচার/ সঞ্জয়

ধৃত এক

● প্রথম পাতার পর

গোবিন্দ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ব্রজেন্দ্রনগর প্রাথমিক হাসপাতালের চিকিৎসক বীরেশ্বর সাহা টিআর০৫-০৪৪৪ নম্বরের গাড়িতে করে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে ধর্মনগর থেকে ব্রজেন্দ্রনগর যাচ্ছিলেন। ওই সময় বকবকি এলাকায় টিআর০৫-৬৩১১ নম্বরের বাইকের সাথে ওই গাড়ির ধাক্কা লাগে। বাইকে রাখা কাঠ গাড়িতে দাগ ফেলে দিয়েছিল। তাতে চিকিৎসক গাড়ি থেকে নেমে ওই বাইক চালককে বকাবকি করেছেন। এই ঘটনা দেখে বাইক চালক বাবলা দাসের বাবা গোবিন্দ দাস ছুটে আসেন, এবং তাদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। এক সময় পরিস্থিতি হাতাহাতির রূপ নেয়। চিকিৎসক বীরেশ্বর সাহা অভিযোগ করেছেন, তাকে মারধর করা হয়েছে।

এই ঘটনায় আক্রান্ত চিকিৎসক বীরেশ্বর সাহা কদমতলা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ চিকিৎসকের অভিযোগ মূলে ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধি ৩২৫/৪২৭/৫০৬ ধারায় মামলা রুজু করেছে। মামলা হাতে নিয়ে পুলিশ অভিযুক্ত গোবিন্দ দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। তাকে আগামীকাল ধর্মনগর আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

অধিবেশন ১৭ই

● প্রথম পাতার পর

বছরের প্রথম বিধানসভার অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে শুরু হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতি সংরক্ষণ আরও ১০ বছর বৃদ্ধি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যেও ওই সংরক্ষণ লাগু করার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিধানসভার অনুমোদনের প্রয়োজন রয়েছে। তাই, বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনে এ সংক্রান্ত বিল আনবে ত্রিপুরা সরকার, বলেন তিনি।

এদিন তিনি আরও জানান, বিধানসভা অধিবেশন কতদিনের হবে তা বিএসি সিদ্ধান্ত নেবে। তবে, আগামী মার্চে পুনরায় বিধানসভা অধিবেশন বসবে। তাই, শীতকালীন অধিবেশন কতদিনের হবে এখনই বলা যাচ্ছে না। তাঁর কথায়, জরুরি ভিত্তিতে এই অধিবেশন ডাকা হয়েছে। কারণ, তফশিলি জাতি এবং তফশিলি উপজাতি সংরক্ষণের সুযোগ ত্রিপুরায়ও কার্যকর করা খুবই জরুরি। সেক্ষেত্রে বিধানসভা অধিবেশনের আগে ন্যূনতম ১৫ দিন সময় দেওয়া সম্ভব হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রশ্নোত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে জিএসটি-তে রাজ্যে মোট সংগৃহীত হয় ৬০৮.৭১ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজ্যে সংগৃহীত হয় ৪৭৯.৭১ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ১২৯ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে মোট সংগৃহীত হয় ১১৩২.৪৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজ্যে সংগৃহীত হয় ৯৭৭.৪৪ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ১৫৫ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট সংগৃহীত হয়েছে ৯৩১.৭৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে রাজ্যে সংগৃহীত হয় ৭৬০.৭৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে ১৭১ কোটি টাকা।

পুলিশ রিমান্ডে

● প্রথম পাতার পর

জারি করেছিল। তারা কলকাতায় বসে এটিএম হ্যাক করেছিল। তাদেরকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ গত ১৯ নভেম্বর গ্রেফতার করেছিল। গত বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতা থেকে ওই চার হ্যাকারকে ত্রিপুরায় নিয়ে আসে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

সরকারি আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধর জানান, গত নভেম্বরের প্রথম এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে ত্রিপুরায় বেশ কয়েকজনের এটিএম হ্যাক হয়েছিল। প্রতারিত গ্রাহকরা নিজ নিজ এলাকার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার মধ্যে গত ১৫ নভেম্বর পশ্চিম আগরতলা থানায় দুটি অভিযোগ জমা পড়ে। বিদ্যুৎবাবু বলেন, তদন্তে নেমে সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ জানতে পারে হ্যাকাররা আগরতলায় বসেই হ্যাকিঙের ছক এঁকেছিল। তারাই সমস্ত এটিএম কাউন্টারে ক্লোনিং মেশিন বসিয়েছিল। তার পর এরা আগরতলা ছেড়ে কলকাতায় বসে হ্যাক করে টাকা লুটছিল।

তিনি বলেন, ধৃত হ্যাকারদের জেরা করে বহু রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। তবে তাদের কাছ থেকে আরও অনেক তথ্য পুলিশের জানার রয়েছে। তাই ক্রাইম ব্রাঞ্চ পুনরায় তাদের রিমান্ডে নিতে চেয়েছে। তিনি বলেন, এটিএম হ্যাক-এর পেছনে বিরাট চক্র রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই সব হ্যাকারদের আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে সমস্ত রহস্য ভেদ করতে চাইছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

ভারত সফরে দলের সঙ্গে আসছেন না অস্ট্রেলিয়ার কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : ভারত সফরে দলের সঙ্গে আসছেন না অস্ট্রেলিয়ার কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। তিনি না থাকায় ভারতের মাটিতে দলের দায়িত্বে থাকবেন সহকারী অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড। আগামী ১৪ জানুয়ারি থেকে ভারত-অস্ট্রেলিয়া একদিনের সিরিজ শুরু হচ্ছে। কঠিন সফরে তাঁর খুরধার মস্তিষ্কের অভাব অনুভূত হবে না বলে জানিয়েছেন ল্যাঙ্গার। বিরাট কোহালিদের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ম্যাকডোনাল্ড দক্ষ হাতেই দায়িত্ব সামলাবেন বলে মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ। এই প্রথম একক ভাবে অজি দলের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন প্রাক্তন মিডিয়াম পেসার। ভারত সফরে আসার আগে দারুণ ছন্দে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডকে টেস্ট সিরিজে ৩-০ উড়িয়ে দিয়েছে অজিরা। তার আগে ঘরের মাঠেও পাকিস্তানকে মাটি ধরিয়েছে অজিরা। ল্যাঙ্গার বলছেন, "ম্যাকডোনাল্ড ভাল কোচ। ওকে সাহায্য করার জন্য অন্য কোচও রয়েছে। আমি ওকে বলেছি তোমাকে ফোন করে পরামর্শ দেব না। ও আমাকে বলেছে, আমি ফোন করব। ম্যাকডোনাল্ড ভাল করবে বলেই আমি আশাবাদী।

সিরি আ-তে প্রথম হ্যাটট্রিক করে অনন্য নজির রোনাল্ডোর

স্পেনের রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ইতালির জুভেন্তাসে আসার পর প্রচুর গোল করলেও হ্যাটট্রিক করতে পারেননি। তা নিয়ে ভক্তরা বলছিলেন হ্যাটট্রিক কি স্পেনে রেখে এসেছেন? ২০২০-র শুরুতে জুভেন্তাস ভক্তদের সেই আক্ষেপ মিটিয়ে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কেরিয়ারের ৫৬তম হ্যাটট্রিক করলেন তিনি।নতুন বছরে শুরুটা দুর্দান্তই হল রোনাল্ডোর। তুরিনের আলিয়াঞ্জ স্টেডিয়ামে ক্যাগলিয়ারিকে ৪-০ গোলে উড়িয়ে দিল জুভেন্তাস। সেই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেন রোনাল্ডোর। সিরি আ-তে জুভেন্তাসের হয়ে এটাই তাঁর প্রথম হ্যাটট্রিক। এই হ্যাটট্রিকের জেরে বিরল এক রেকর্ডের অধিকারী হলেন পর্তুগিজ তারকা। তিনিই হলেন বিশ্বের একমাত্র ফুটবলার যিনি ইংল্যান্ড, ইতালি, স্পেনের সর্বোচ্চ লিগ ও বিশ্বকাপে হ্যাটট্রিক করেছেন।রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিকে ভর করেই সিরি আ-তে লিগ-শীর্ষে চলে গেল জুভেন্তাস। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকার পর ৪৯ মিনিটে প্রথম গোল করেন রোনাল্ডো। ৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়ান তিনি। জুভেন্তাসের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন গঞ্জালো হিগুয়েন। হিগুয়েনের গোলের রেশ কাটতে না কাটতেই নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন ''সিআর সেভেন''।কেরিয়ারের ৫৬তম, জুভেন্তাসের হয়ে প্রথম এবং নতুন দশকের প্রথম হ্যাটট্রিকটি করে তাক লাগিয়ে দিলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।হ্যাটট্রিক করা রোনাল্ডোর কাছে নতুন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু এই হ্যাটট্রিক তাঁর কাছে বিশেষ কারণ রেয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে এসে নতুন দলে যোগ দেওয়ার পর এটিই তাঁর প্রথম হ্যাটট্রিক। রোনাল্ডোর এই কীর্তির সৌজন্যে ক্যালগারিকে ৪-০ গোলে হারিয়েছে জুভেন্তাস।চলতি সিরি-এ টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত ১৩টি গোল হল রোনাল্ডোর।ম্যাচের ৪৯ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য খেলা চলছিল। কিন্তু তার পরেই জ্বলে উঠলেন রোনাল্ডো। তখনই ক্যালগারির জালে তাঁর প্রথম বলটি জড়ান তিনি।৬৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দ্বিতীয় গোলটি করার পর ৮২ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন তিনি। দলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করেন আর্জেন্তিনার তারকা গোঞ্জালো হিগুয়াইন।

চারদিনের টেস্ট না-পসন্দ সচিনের

মুম্বই: আইসিসি-র ক্রিকেট কমিটির প্রস্তাবিত চারদিনের টেস্টে সায় নেয় ক্রিকেটঈশ্বর সচিন তেন্ডুলকরের। এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরেন কিংবদন্তি এই ক্রিকেটার। চারদিনের টেস্টের ক্ষেত্রে ব্যাটসম্যানদের আরও বেশি চিন্তাশীল হতে হবে বলে মনে করেন লিটল মাস্টার।প্রথম আইসিসি ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হয়েছে ২০১৯-এ। ফাইনালে হবে ২০২১-এ। এই ফর্ম্যাট পাঁচদিনের হলেও দ্বিতীয় আইসিসি ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়ন হতে চলেছে ২০২৩ থেকে ২০৩১। কিন্তু এই সাইকেলে পাঁচদিনের পরিবর্তে টেস্ট ম্যাচ হতে পারে চারদিনের। তবে পাঁচদিনের পরিবর্তে চারদিনের টেস্ট না-পসন্দ সচিনের।পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাতকারে সচিন বলেন, ''আমি টেস্ট ক্রিকেটের চরম ভক্ত। আমি এর সঙ্গে একমত হতে পারছি না। পাঁচদিনের ফর্ম্যাটেই দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। কিন্তু নতুন ফর্ম্যাটে ব্যাটসম্যানদের আরও চিন্তাশীল হতে হবে। চারদিনের টেস্টে ব্যাটসম্যানদের ভাবনায় থাকবে দীর্ঘতম ফর্ম্যাটে সমীত ওভারের ম্যাচ। কারণ দ্বিতীয় দিনে লাঞ্চের পর মনে হবে আর মাত্র আড়াই দিন বাকি। ম্যাচে এই ভাবনা বদল আনবে।''এছাড়াও সচিনের মতে পাঁচ দিনের টেস্টের পঞ্চম দিন স্পিনারদের জন্য আর্দশ। কারণ স্পিনাররা ম্যাচের শেষ দিন ভাঙা পিচে বল করতে বেশি পছন্দ করে। সচিন বলেন, ''পঞ্চম দিনের পিচে যেমন স্পিনাররা বল করতে বেশি পছন্দ করে, তেমনি প্রথম দিন পিচে ফাস্ট বোলাররা বেশি পছন্দ করে। কারণ বিশ্বের কোনও ফাস্ট বোলারই পঞ্চম দিনের পিচে বল করতে চায় না।''ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলিও চারদিনের টেস্টের ফ্যান নয়। রবিবার গুয়াহাটিতে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে বৃষ্টিতে সিরিজের প্রথম টি-২০ ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর চারদিনের টেস্ট ম্যাচ সম্পর্কে কোহলি বলেন, ''আমি এর ভক্ত নয়। আমরা টেস্ট ক্রিকেট বলতে যা জানি সেটাই ভালো। এখন ডে-নাইট টেস্টের মাধ্যমে তাতে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু আমরা যদি সংখ্যা ও মনোরঞ্জনের কথা ভাবি সেটা ঠিক হবে না। কারণ একটা সময় পর আবার টেস্ট ক্রিকেট তিনদিনের করা কথা ভাবা হবে। একটা সময় টেস্ট ক্রিকেটটাই অবলুপ্ত হয়ে যাবে।''

বার বার ব্যর্থ পন্থের পাশে এসে দাঁড়ালেন সৌরভ

নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাচ্ছেন কিন্তু ঋষভ পন্থ নিজের নামের প্রতি কিছুতেই সুবিচার করতে পারছেন না। একের পর এক সিরিজে ব্যর্থ হচ্ছেন তিনি। ধেয়ে আসছে তাঁর দিকে সমালোচনা।এ রকম পরিস্থিতিতে ভারতের উইকেট কিপার-ব্যাটসম্যানকে সমর্থন করে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় বলছেন, ""ঋষভ পন্থ স্পেশ্যাল প্রতিভা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুটো ম্যাচে বেশ ভাল খেলেছে পন্থ। টেস্ট ক্রিকেটে ওর পারফরম্যান্স ভাল। তবে দল নির্বাচনে শেষ কথা বলবেন নির্বাচকরা।""গত আইপিএল-এ দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর হিসেবে কাজ করেছেন সৌরভ। খুব কাছ থেকে দেখা পন্থ সম্পর্কে সৌরভের মূল্যায়ন, ঠিক ঠাক এগলে দেশের অন্যতম সেরা ম্যাচ উইনার হয়ে উঠতে পারেন ভারতের উইকেট কিপার-ব্যাটসম্যান।''নিঃস্বার্থ ক্রিকেটার'', ইরফানের প্রশংসায় গ্রেগআইপিএল-এ পন্থ আলো ছড়ালেও দেশের জার্সিতে জ্বলে উঠতে পারছেন না। দলের প্রয়োজনের সময়ে নিজেকে প্রয়োগ করতে পারছেন না। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা পন্থের পরিবর্তে সঞ্জু স্যামসনকে দলে নেওয়ার হয়ে সওয়ালও করছেন।এরকম অবস্থায় পন্থপাশে পাচ্ছেন সৌরভকে।আগেও তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন অনেকে। এ বার অগ্রজ পার্থিব পটেল প্রবল সমালোচিত ঋষভ পন্থের পাশে এসে দাঁড়ালেন। উইকেটের পিছনে গ্লাভস হাতে হোক বা উইকেটের সামনে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হলেই সমালোচিত হতে হয় পন্থকে।তাঁকে পরামর্শ দিয়ে পার্থিব বলছেন, সমালোচনায় কান না দিয়ে নিজের খেলায় মন দাও। পার্থিবের মতে, ক্রমাগত ধেয়ে আসা চাপ নিয়ে খেলতে খেলতে একদিন পরিণত ব্যাটসম্যান হয়ে উঠবেন পন্থ।বাংলাদেশ ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজে মাঝারি মানের পারফরম্যান্স করেছেন পন্থ। দল যখন তাঁর কাছ থেকে পারফরম্যান্স চাইছে, তখনই ব্যর্থ হয়েছেন তরুণ উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান।বিশ্বকাপের আগে শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড... বছরভর ঠাসা সূচি কোহালিদের পার্থিব বলছেন, ""এখনকার তরুণ ক্রিকেটাররা বড় প্লেয়ারদের সঙ্গে খেলার এবং ড্রেসিং রুম শেয়ার করার সুযোগ পায়। কিন্তু ব্যর্থ হলেই বিভিন্ন জায়গা থেকে উড়ে আসে পরামর্শ। এই সময়ে ধেয়ে আসা পরামর্শ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হয়। নিজের খেলায় ফোকাস রাখতে হয়। দেশের হয়ে খেললে সব সময়ে চাপ অনুভব করতেই হয়।""দক্ষতা থাকলে সেই চাপ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। চাপ অনুভব না করেইখেলতে হবে। তা হলেই নিজের সেরাটা দেওয়া সম্ভব বলে মনে করেন পার্থিব। পন্থের পাশে দাঁড়িয়ে গুজরাতের অধিনায়ক বলছেন, ""ভারতের হয়ে যখন খেলতে নামছে, তখন প্রতিভা নিশ্চয় রয়েছে। ইংল্যান্ডের কঠিন পরিস্থিতিতে অভিষেক হয়েছিল পন্থের। ওখানে বল সুইং করে। ওর বয়স বেশি নয়। কঠিন পরিস্থিতি থেকেই শিখতে হবে। একটা বা দুটো ভাল ইনিংস খেললে খারাপ সময় কেটে যাবে।"" পার্থিবের মতো গোটা দেশ চাইছে দ্রুতই খারাপ সময় কাটিয়ে উঠুক পন্থ।

সময় বদলাচ্ছে আইপিএলের, আরও একাধিক পরিবর্তন ক্রোড়পতি লিগে

মার্চের ২৯ তারিখে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আইপিএল শুরু হবে। আগেই সূত্রে জানা গিয়েছিল। এবার আইপিএলের ফাইনাল যুদ্ধ কবে হবে, তা-ও জানা গেল। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ২৪ মে ফাইনাল হতে চলেছে আসন্ন আইপিএলের। ৫৭ দিনের সূচি প্রকাশ করা হবে শীঘ্রই। এর অর্থ ডাবল হেডার থাকছে না। প্রতিটি ম্যাচের সময়সূচি ধার্য করা হয়েছে সন্ধে সাড়ে ৭টায় থেকে।বিসিসিআইয়ের এক কর্তা জানিয়েছেন, ''এখনও পুরো সূচি চূড়ান্ত নয়। তবে ২৪ মে ফাইনাল প্রায় পাকা। ২৯ মার্চ টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে। ৪৫ দিনের উইন্ডো এবার বেড়ে হচ্ছে ৫৭ দিন! তাই দিন প্রতি একটি করেই ম্যাচ আয়োজন করা হবে।''বারেবারে ব্যর্থ পন্থ, অবশেষে ধোনির উত্তরসূরিকে নিয়ে সরব সৌরভম্যাচের সময়সূচি নিয়ে সেই কর্তা জানিয়েছেন, ''টিআরপি অবশ্যই ফ্যাক্টর। তবে ম্যাচ দেরিতে শেষ হলে স্টেডিয়ামের দর্শকদের বাড়িতে ফিরতে অসুবিধা হয়েছে। এই নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। খুব সম্ভবত সন্ধে ৭টায় সময় ম্যাচ শুরু হবে।''তবে দ্রুত ম্যাচ শুরু করার সমস্যা সম্পর্কেও আয়োজকরা ওয়াকিবহাল। তাঁর বক্তব্য, ''সন্ধে সাড়ে ৭ টায় ম্যাচ শুরু হলে অফিস থেকে ৬টায় বেরিয়ে বাড়ি ফিরে পরিবারকে নিয়ে স্টেডিয়ামে ঢোকা সমস্যার। এই বিষয় নিয়ে আমাদের আরও আলোচনার প্রয়োজন।''ডোপিং, অশালীন ব্যবহার! তারকাকে ছেঁটে ফেলার পথে টিম ইন্ডিয়াএদিকে, একই দিনে দুটো ম্যাচ আয়োজনে আপত্তি রয়েছে সম্প্রচারকারী সংস্থারও। তারা কোনওভাবেই বিকাল ৪টায় ম্যাচ সম্প্রচারে পক্ষপাতী নয়। তবে সেই কর্তা বলেছেন, ''শুধুমাত্র সম্প্রচারকারী সংস্থা নয়, ফ্র্যাঞ্চাইজিদেরও বিকেলের খেলায় মাঠ ভরাতে অসুবিধা হয়। তাই বিকেলের খেলা হঠিয়ে দিনে একটি করে ম্যাচ আয়োজনই সেরা অপশন।

এমএস ধোনিকে নীরবতা ভাঙার আবেদন দেশের বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্যের

অনেকটা সময় পেরিয়েছে। এবার অন্তত নীরবতা ভেঙে প্রকাশ্যে ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানান মহেন্দ্র সিং ধোনি, চান ভারতের ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য তথা ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রাক্তন ডিরেক্টর সন্দীপ পাটিল। ধোনির ব্যাপারে দেশের ক্রিকেট নির্বাচকদের মুখ থেকেও কথা শুনতে চান তিনি।২০১৯-র বিশ্বকাপ শেষের পর নিজেকে ক্রিকেট থেকে সরিয়ে রেখেছেন দেশের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। কাশ্মীরে ভারতীয় সেনার প্যারা মিলিটারি বাহিনীর সঙ্গে প্রশিক্ষণ নিতে দেখা যায় তাঁকে। আমেরিকায় গল্ফ এবং রাঁচিতে স্কুকার খেলতে দেখা গেলেও ধোনি ক্রিকেটে কবে ফিরবেন, তা সবারই অজানা। সম্প্রতি পরিবারের সঙ্গে বরফের দেশে ছুটি কাটাতে দেখা গিয়েছে মাহিকে। তবু নিজের ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে একটিও শব্দ খরচ করেননি দেশের এই লেজেন্ড।এমএস ধোনিকে ফের কবে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে মাঠে নামতে দেখা যাবে কিংবা তিনি আর আদৌ ক্রিকেট খেলবেন কিনা, সেই সিদ্ধান্ত ওই ক্রিকেটারের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে বিসিসিআই ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। এ ব্যাপারে দেশের ক্রিকেট নির্বাচকদের কাছেও কোনও খবর নেই বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। দেশের ক্রিকেট দলের নির্বাচকের দায়িত্ব পালন করা ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য সন্দীপ পাটিল, এমএসকে প্রসাদদের এই মনোভাবের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। বলেছেন, এমএস ধোনি কবে ক্রিকেটে ফিরবেন, সে ব্যাপারে সঠিক তথ্য জেনে নির্বাচকদেরই জবাব দিতে হবে। একই সঙ্গে নিজের ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে এভাবে রহস্য জারি রাখা ধোনিরও উচিত হচ্ছে না বলে মনে করেন পাটিল।একই সঙ্গে ভারতীয় দল বাছাই নিয়েও নির্বাচকদের কাজে অসন্তুষ্ট হয়েছেন সন্দীপ পাটিল। তাঁর কথায়, এমএস ধোনির পরিবর্ত হিসেবে তরুণ উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থকে বেছে রাখা হয়েছে। ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকেই বারবার সুযোগ দেওয়ার পিছনে ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট ও নির্বাচকদের সমর্থন আছে বলে মনে করেন ১৯৮৩-র বিশ্বকাপ জয়ী দলের অন্যতম সদস্য। ঋষভের পরিবর্তে তরুণ সঞ্জু স্যামসন ও ইশান কিষাণকেও ভারতীয় দলে খেলার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন সন্দীপ পাটিল।

ভারতের মাটিতে ভারতকে সামলানো সব থেকে কঠিন: ল্যাবুশেন

ব্রিসবেন: মহাতারকা হয়ে ওঠার সব রকম রসদ রয়েছে তাঁর মধ্যে। নূন্যতম সুযোগেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে যে রকম প্রভাব বিস্তার করেছেন মার্নাস ল্যাবুশেন, তাতে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের পরবর্তী মুখ হয়ে উঠতে পারেন তিনি।শেষ ৫টি টেস্টে একটি দ্বিশতরানসহ চারটি সেঞ্চুরি এসেছে তাঁর ব্যাট থেকে। এহেন ল্যাবুশেন মনে করেন যে ভারতে এসে ভারতকে সামলানোর মতো কঠিন কাজ আর কিছু নেই।এর আগে কখনও দেশের জার্সিতে সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলননি। সিডনিতে ভারতের বিরুদ্ধে একটি টেস্টে মাঠে নামলেও জাতীয় দলের সঙ্গে ভারত সফরে আসেননি কখনও। টেস্টের পারফরম্যান্স দিয়ে তিনি ঢুকে পড়েছেন আসন্ন ভারত সফরের ওয়ান ডে দলে। স্বাভাবিকভাবেই ভারত সফর প্রসঙ্গে বাড়তি সতর্ক শোনান ল্যাবুশেনকে।২৫ বছর বয়সি ল্যাবুশেন জানান, ''যখনই আপনি ভারতে ক্রিকেট খেলবেন, সেটা আপনার কাছে সব থেকে কঠিন সিরিজ হবে। কারণ ভারত অত্যন্ত কঠিন প্রতিপক্ষ। ওদের দলে অসাধারণ সব ব্যাটসম্যান ও বোলার রয়েছে।সুতরাং ভারতে খেলা সব সময় চ্যালেঞ্জের''পরে ল্যাবুশেন আরও বলেন যে, ''এক জন ক্রিকেটার হিসেবে আপনি সবসময় চাইবেন কঠিন পরিবেশি-পরিস্থিতিতে সেরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেকে যাচাই করতে। আর এটা নিশ্চিত যে, ভারতের মাটিতে ভারতের বিরুদ্ধে খেলার থেকে কঠিন কিছু হয় না।''

ইন্দোরে টস জিতে ফিল্ডিং ভারতের

ইন্দোর: গুয়াহাটিতে টস জিতে শ্রীলঙ্কাকে প্রথমে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। তবে শেষমেশ বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয় ম্যাচ।ইন্দোরেও টস-ভাগ্য সঙ্গ দেয় ভারতের। আরও একবার প্রত্যাশিতভাবেই টস জিতে রান তাড়া করার সিদ্ধান্ত নিতে দু''বার ভাবেননি ভারত অধিনায়ক। অর্থাত, ইন্দোরে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নামছে শ্রীলঙ্কা।দুই দলই অপরিবর্তিত।টস জিতে ক্যাপ্টেন কোহলি বলেন, ''এই গ্রাউন্ড রান তাড়া করার জন্য আর্দশ। এতে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে মাঠে নামছি। চাই তরুণরা চাপের মধ্যে থেকে ম্যাচ জেতাক। তাদেরকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।''টস হেরে লঙ্কা অধিনায়ক মালিঙ্গা বলেন, ''আমরা প্রথমে বোলিং করতে চেয়েছিলাম। গত কয়েক বছরে আমরা সাদা বলে মনোসংযোগ করছি। এই বছরেও আমাদের লক্ষ্য একই রয়েছে। তবে আমরা খুব বেশি পরীক্ষানিরীক্ষায় যেতে চাই না। আমাদের হাতে ১০টি ম্যাচ রয়েছে।''অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে অক্টোবরে বসছে টি-২০ বিশ্বকাপের আসর। প্রথম ম্যাচেই আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে শ্রীলঙ্কা। ভারতের প্রথম ম্যাচ পারথে ২৪ অক্টোবর দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে।ভারতের প্রথম একাদশ: শিখর ধাওয়ান, লোকেশ রাহুল, বিরাট কোহলি (অধিনায়ক), শ্রেয়স আইয়ার, ঋষভ পন্ত (উইকেটকিপার), শিবম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর, শার্দুল ঠাকুর, কুলদীপ যাদব, জসপ্রীত বুমরাহ ও নভদীপ সাইনি।শ্রীলঙ্কার প্রথম একাদশ: আবিস্কা ফার্নান্ডো, দানুস্কা গুণতিলকে, কুশল পেরেরা (উইকেটকিপার), ওশাদা ফার্নান্ডো, ভানুকা রাজাপক্ষে, ধনঞ্জয়া ডি''সিলভা, দাসুন শানাকা, ইসুরু উদানা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, লাহিরু কুমারা ও লসিথ মালিঙ্গা (ক্যাপ্টেন)।

জেএনইউ নিন্দায় গৌতম গম্ভীর-ইরফান পাঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের উপর দুষ্কৃতী হামলার ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে গোটা দেশে। এবার তীব্র প্রতিক্রিয়া দিলেন সদ্য ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ইরাফান পাঠান এবং প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার তথা বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর।রবিবারের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বিজেপি সাংসদ তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার গৌতম গম্ভীর টুইট করে লেখেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এই ধরণের হামলা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী। যে মতাদর্শই হোক না কেন, পড়ুয়াদের এভাবে আক্রমণ করা কখনই উচিতনয়। যে সব দুষ্কৃতীরা বিশ্ববিদালয় চত্বরে গুন্ডামি চালিয়েছে তাদের কঠোর শাস্তি পাওয়া উচিত 'সদ্য প্রাক্তন হওয়া জাতীয় দলের অল রাউন্ডার ইরফান পাঠান জানিয়েছেন, 'জেএনইউ-তে যে ঘটনা ঘটেছে তা রোজকারের ঘটনা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকে হোস্টেলের ভিতরে ঢুকে পড়ুয়াদের ওপর হামলা চালিয়েছে সশস্ত্র দুষ্কৃতীরা। এটা আমাদের দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করবে না।'

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: 221NIT/EE/PWD/AMP/2019-20. Dated: 02-01-2020. Memo No:- F.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP/8940- 9013 Dated: 02-01-2020.

The Executive Engineer, PWD(R&B), Amarpur Division, Amarpur, Gomati Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura in sealed **Percentage rate tender(s)** from the Central & State Public sector undertaking / Enterprise and eligible Contractors / Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES/ CPWD/ Railway / Other State PWD **up to 3.00 P.M. on 21-01-2020 for the following works.** Tender Form may be collected from the office of the undersigned during the office hours **w.e.f. 03-01-2020 to 17-01-2020.**

Cost of Tender form: Rs. **1,000 /-** (Rupees One thousand)only

Sl No.	Number of DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion
1.	DNIT No:43/DNIT/R/EE/PWD/MP/2019-20.	3,48,661.00	3,487.00	02(Two) months
2.	DNIT No:44/DNIT/R/EE/PWD/MP/2019-20.	3,34,663.00	3,346.00	02(Two) months
3.	DNIT No:45/DNIT/R/EE/PWD/MP/2019-20.	3,35,882.00	3,359.00	02(Two) months
4.	DNIT No:46/DNIT/R/EE/PWD/MP/2019-20.	3,35,882.00	3,359.00	02(Two) months

Tender can also be seen in the website <www.tripura.nic.in> <www.tenders.gov.in> <www.tsu.trp.nic.in/ tender>
All other necessary information can be seen in the Amarpur Division PWD(R&B) office in office hours.
For and on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-2126/2019-20

(**Er. B. Debbarma)**
Exe utive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarpur,Gomati Tripura

NOTIFICATION

As per the tender order F.NO.1(49)RKS/NHM/MS/DISH/KLS/17-18/7037-42 dt. 27/12/2019 last date of E-tender submission on 09/01/2020 and opening date of 10/01/2020. It will be extend the submission date of 16/01/2020 on 4.00 PM and opening date of 17/001/2020 on 12.00 Noon and other terms & condition are same.

ICA/C-2117/2019-20

Medical Superintendent
District Hospital, Unakoti
Unakoti, Tripura.

Format for Newspaper Publication Only.

The MID, TTDCL, Agartala, Tripura invites 03(three) Nos e-proposal from the eligible bidders for supply, Installation, Commissioning & Maintenance of FRP made 20 Seater Spped Boats powered with 40.00 HP, 50.0 HP and 10-12 Seater Rescue/Recovery Boats Powered with 40.0 HP 4 Stroke OBM engines, Upto 05.30 PM on 17/01/2020.
For more details, kindly visit https://tripuratenders.gov.in or contact to this office through e-mail:

ICA/C-2136/2019-20

TRIPURA URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT AUTHORITY (TUDA)
Press NIeRFP No: 05/TUDA/TOWNSHIP/2019-20
dated : 04/01/2020
Notice Inviting e-Request for Proposal (RFP)

Name of work : Construction of Proposed Town ship (Ownership flats- 392 nos). (G+14 Building) at the land of TUDA (Nandan Nagar Site), Agartala, Tripura (Built up area = 37855.95 Sq.m.) Design & Build basis (EPC mode). TUDA invites e-Request for proposal (RFP) From experienced EPC firms/Construction Organizations who have credentials for developing/ Construction of high rise buildings, on Design & Build Basis(EPC mode) The details of RFP can be seen in : https://tripuratenders.gov.in Last date of submission of tender : 03-02-2020(3.00 PM)

ICA/C-2131/2019-20 **Commissioner (TUDA)**

SHORT NOTICE INVITING TENDER

The undersigned invites sealed tenders/quotations from authorized supplier/vendor/firm/company/agency for supply of various equipments/items like books, computers, computer peripherals, libarary Barcode, Audio-Visual Equipments, Photocopiers, Sports & Gym Equipments, CCTV/Lan Networking items etc. from RUSA fund. The detailed notification, dates, terms & Condition and all other details will be available in our college website www.rkmahavidyalaya.org form 10/01/2020 onwards. All future notification/corrigendum/addendum/recall (If any) in connection to tenders/quotations of this notice will be published only in our college website from time of time.

ICA/C-2121/2019-20

Principal i/c
R.K. Mahavidyalaya
Kailashahar, Unakoti, Tripura.

জাগরণ 8 January, 2020, Wednesday আগরতলা ৮ জানুয়ারি, ২০২০ ইং, ■ ২২পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

আগর ঃ শিল্পের মর্যাদা পেয়েছে, দাবি টিআইডিসি চেয়ারম্যানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৮ জানুয়ারি।। রাজ্যে প্রচুর আগর গাছ রয়েছে। এই আগর গাছকে কেন্দ্র করে শিল্প স্থাপন এবং স্বরোজগারী হয়ে ওঠার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। তাই, আগর নিয়ে শিল্প এবং ওই শিল্পের প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কদমতলায় এক কর্মশালা ও শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরা জেলা বন দপ্তরের উদ্যোগে ওই কর্মশালায় আগর গাছের বৈধ রেজিস্ট্রেশন এবং এর পদ্ধতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে।

কদমতলায় প্রায় ৫০ হাজার আগর গাছ রয়েছে। ওই গাছগুলি এখনো সরকারের অধীনে আসেনি। তাই, ওই আগর গাছগুলিকে অতিসত্বর সরকারি হেফাজতে নেওয়ার বিভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে ওই কর্মশালায় উপস্থিত বন দপ্তরের আধিকারিকরা আগর নিয়ে শিল্প স্থাপনে দিশা দেখিয়েছেন।

এদিনের এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক ছিলেন ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পিসিসিএফ অলিন্দ রস্তোগি, জেলা বন আধিকারিক, অতিরিক্ত জেলাশাসক নগেন্দ্র দেববর্মা এবং কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব প্রমুখ।

পিসিসিএফ অলিন্দ রস্তোগি সরকার থেকে লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন নেয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। আগর চাষী ও ব্যবসায়ীরা কিভাবে উপকৃত হবেন সে দিশাও তিনি দেখিয়েছেন। ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায় বলেন, আগর শিল্পের মর্যাদা পাচ্ছে। তার জন্য তিনি কৃষকদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিনের অবৈধ আগর ব্যবসাকে বর্তমান ত্রিপুরা সরকার শিল্পের মর্যাদা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, আগর ব্যবসা সরকারিভাবে বৈধ হয়েছে। তিনি বলেন, এখন বিনা বাধায় রাজ্যের আগর ব্যবসায়ী ও চাষীরা বর্হিরাজ্যের ব্যবসায়ীদের কাছে আগর বিক্রি করতে পারছেন।

ঝাঁকিয়ে শীত

বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা নীতির বহু সমস্যার সমাধান করেছেন প্রধানমন্ত্রী : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : দেশের বিদেশ এবং প্রতিরক্ষা নীতির বহু সমস্যার সমাধান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪ সালের আগে দেশের কোনও প্রতিরক্ষা নীতি ছিল না। সেই সময় বিদেশ নীতির মাধ্যমে প্রভাবিত হত প্রতিরক্ষার সিদ্ধান্তগুলি বলে জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে মহারাষ্ট্র সদনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জীবনের উপর লেখা বই কর্মযোদ্ধা গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষ্যে বলতে গিয়ে অমিত শাহ জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নিজের একাধিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে ভারতের উপর কেউ আঘাত হানলে তার যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। দীর্ঘ সময় পড়ে ভারতের বিদেশনীতির ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সাম্যের ভিত্তিতে বিদেশনীতি গড়ে তুলেছেন তিনি। ভুটান সফরে গেলে প্রধানমন্ত্রী বড় ভাইয়ের আচরণ করেন না। আবার আমেরিকা সফরে গিয়ে চোখে চোখ রেখে কথা বলেন।

অমিত শাহ আরও জানিয়েছেন, গণতন্ত্রে জনগণের স্বীকৃতি সরকারের কাছে প্রধান প্রাপ্তি। জনাদেশই জনগণের আর্শীবাদ। রাজ্য ও কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষেই জনাদেশ গিয়েছে। কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্তি, অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ, তিন তালাক বিরোধী বিল, উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়গুলি মোদী সরকার দিয়েছে। যে সকল বিষয়গুলি ৭০ বছর ধরে জট বেঁধে ছিল। আগের সরকার যে সকল সমস্যার সমাধান করতে ভয় পেত। বিজেপি সরকার সেই সকল সমস্যার সমাধান করেছে।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে অমিত শাহ জানিয়েছেন ১৯৬৭ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত তোষণ, জাতিবাদ, পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে ছেড়েছে। কিন্তু মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন, ইস্তেহার কেবল মাত্র কাগজের টুকরো হয়ে থেকে যায়নি। ইস্তেহারে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ৯০ শতাংশ কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর চারিত্রিক দিক তুলে ধরে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী সংবেদনশীল, কুশল সংগঠক, দক্ষ প্রশাসক। প্রকৃত অর্থে তিনি একজন স্টেটসম্যান। অমিত শাহ জানিয়েছেন নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে কাজ করে তিনি ধন্য।

অগপ সদর দফতরে প্রবেশে বাধা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রফুল্ল মহন্তকে, অতুল বরাদের বহিষ্কারের দাবি

গুয়াহাটি, ৭ জানুয়ারি (হি.স.) : নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন (সিএএ)-কে কেন্দ্র করে কার্যত দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে রাজ্যের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)। এতদিন কানাঘোঁষা চলছিল, কিন্তু আজ তা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে গেছে। গুয়াহাটির আমবাড়িতে অগপ-র সদর

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজধরনগরে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ।। প্রাক্তন পুরপিতা প্রয়াত শঙ্কর দাসের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার খয়েরপুরের রাজধরনগরে এক মহতি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের সচিব হিতকানন্দ মহারাজজী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিন্‌হা, ডেপুটি মেয়র সমর চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক হিতকামানন্দ মহারাজজী বলেন, জীবনে রক্তদানের চেয়ে পূণ্যের কাজ আর কিছুই হতে পারে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা পয়সা, ধনসম্পদ সন্তানরা কিংবা আত্মীয় পরিজনরা ভোগ করতে

ছয়ের পাতায় দেখুন

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে বিক্ষোভ মহিলা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ।। রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে এবং কংগ্রেস নেতা কর্মী সমর্থকদের মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হয়রানির প্রতিবাদে মহিলা কংগ্রেস মঙ্গলবার-আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। রাজ্যের আরক্ষা প্রশাসন শাসক দল ও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসব ঘটনা সংগঠিত করছে বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে মহিলা কংগ্রেস রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের কার্যালয়ের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। গণতন্ত্রের দাবিতে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা সুবল ভৌমিক।

এনআরসি ও সিএএ নিয়ে ডেপুটেশন আমরা বাঙালির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি ।। এনআরসি এবং সিএএ নিয়ে অশান্তির জেরে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাঙালি অংশের লোকজন আক্রান্ত ও সম্পদহানির শিকার হচ্ছেন। সরকার তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে না। ফলে তাদের জীবন সম্পত্তির নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে। এরই প্রতিবাদে আমরা বাঙালি দলের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষ্যে বিস্তারিত তথ্য জানাতে গিয়ে আমরা বাঙালি দলের রাজ্য সচিব গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল বলেন, এনআরসি এবং সিএএ আইন তৈরি করেছে সরকার। অথচ এর জন্য আক্রান্ত হচ্ছেন বাঙালি অংশের মানুষ। গত মাসের ২ তারিখ থেকেই আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। এর ফলে আক্রান্ত হয়েছেন বহু বাঙালি অংশের মানুষজন। কাঞ্চনপুর, আনন্দনগর, নতুনবাজার, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, অমরপুর সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাঙালি অংশের মানুষজন আক্রমণের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাঙালিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দলের পক্ষ থেকে স্মারকলিপিতে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের ১০১তম সভা

গুণগতমান বজায় রেখে দ্রততার সাথে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জানুয়ারি।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের ১০১তম সভা আজ মহাকরণের ১নং কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রাজ্য হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের বিভিন্ন নির্মাণ কাজের বর্তমান অবস্থা এবং সর্বশেষ বোর্ড মিটিং-এ গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের বিভিন্ন নির্মাণ কাজের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন মুখ্যমী। ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের অধীন যে সব নির্মাণ কাজ চলছে তার গুণমান বজায় রেখে দ্রততার সাথে সেসব কাজ সম্পন্ন করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের মধ্যে নিজস্ব ফ্ল্যাটে থাকার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের আধিকারিকদের পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করতে হবে। ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের অধীনে যেসব নির্মাণ কাজ অর্ধসমাপ্ত রয়েছে সেই কাজগুলি দ্রততার সাথে শেষ করার জন্যও তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। একইসঙ্গে নির্মীয়মাণ বহুতল বিল্ডিংগুলিতে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়টিকেও গুরুত্ব সহ দেখার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের পরামর্শ দেন।

এদিনের সভায় ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক ইঞ্জিনিয়ার রতন কুমার সরকার বোর্ডের সর্বশেষ সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের নিরিখে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, আগরতলায় নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সে প্রস্তাবিত মালিকানাভিত্তিক বহুতল ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য টেণ্ডার প্রক্রিয়ায় নতুন করে পরিবর্ধন ও পরিমার্জন হয়েছে এবং পুনরায় টেণ্ডার আহ্বান করা হবে। তিনি জানান, ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের প্রায় ৮৫ কোটি টাকা নিজস্ব 'কর্পাস ফাণ্ড' রয়েছে। সভায় আলোচনাক্রমে তিনি জানান, নাবার্ড থেকে প্রাপ্ত ঋণের অব্যয়িত ৫ কোটি টাকার অর্থ ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের কাছে রয়েছে। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমী রাজ্যের গ্রামীণ এলাকায় হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের অর্ধ সমাপ্ত অবস্থায় যেসব নির্মাণ কাজ রয়েছে সেই কাজগুলি সম্পন্ন করতে নার্বাডের কাছ থেকে প্রাপ্ত অব্যয়িত অর্থ ব্যয় করা যায় কিনা সেই বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষকে নজর দিতে পরামর্শ দেন।

আজকের সভায় আলোচনাকালে বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জানান, নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্সে শ্যামলিমা অ্যাপার্টমেন্ট-এ ৫টি মার্কেট স্টল এবং ১টি ছোট স্টল নির্মাণ করেছে ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ড। এই স্টলগুলি বোর্ড কর্তক অনুমোদনের পর বিক্রির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়াও শ্যামলিমা অ্যাপার্টমেন্টে ২৪টি নতুন গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এইক্ষেত্রেও বোর্ড কর্তক অনুমোদনের পর ফ্ল্যাট মালিকদের মধ্যে বিতরণের যাবতীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে। এম জি এন রেগার বিভিন্ন বড় নির্মাণ প্রকল্পের কাজ ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের মাধ্যমে রূপায়িত করার বিষয়টিও সভায় আলোচনা হয়। সভায় আলোচনাক্রমে বোর্ড সদস্যদের সাম্মানিক ভাতা বদ্ধির প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

সভায় পূর্ত দপ্তরের (সড়ক এবং সেতু) চীফ ইঞ্জিনিয়ার দীপক চন্দ্র দাস, পূর্ত দপ্তরের (বিল্ডিং) চীফ ইঞ্জিনিয়ার সঞ্চয়িতা দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক তপন কুমার দাস, ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের প্রশাসনিক আধিকারিক মদন মোদক সহ ত্রিপুরা হাউজিং এণ্ড কনস্ট্রাকশন বোর্ডের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

৭০ হাজার টাকা লুট উদ্ধার মাত্র ৫৭৭০ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৭ জানুয়ারি ।। গত ৩রা জানুয়ারি শুক্রবার দিন উদয়পুর মহকুমার রাধাকিশোরপুর থানা অন্তর্গত গর্জি ফাঁড়ি থানার গুরুভক্ত পাড়া এলাকার বন্ধন ব্যাঙ্কের কর্মী সুজিত রুদ্রপাল সেদিন সকাল বেলা এলাকার মহিলা সহ অন্যদের কাছ থেকে প্রায় ৭০ হাজার টাকা বন্ধন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার চন্দ্রজয় রিয়াং-র কাছে জমা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন অপরিচিত উপজাতি যুবক এসে চন্দ্রজয় রিয়াংকে মারধর করে সব টাকা এবং তার ব্যবহৃত টিআর-৫এ ৮৫৭৩ নম্বরের বাইকটিও নিয়ে যায় এবং যাওয়ার সময় এক রাউন্ড গুলিও চালায় বলে অভিযোগ। এদিকে মঙ্গলবার সকালে রাধাকিশোরপুর থানার ওসি শ্যামল চক্রবর্তী সমস্ত ঘটনা জানিয়ে বলেন, সেদিন ঘটনার সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেও তৎক্ষণাৎ সাফল্যের মুখ না দেখলেও পরবর্তী সময়ে পুলিশ ঘটনার হাল না ছেড়ে তল্লাশি জারি রেখে কৃষ্ণভক্ত পাড়া থেকে পুলিশ তদন্তের স্বার্থে নাম প্রকাশ্যে অনিশ্চিত জনৈক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ৫৭৭০ টাকা উদ্ধার করতে পেরেছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

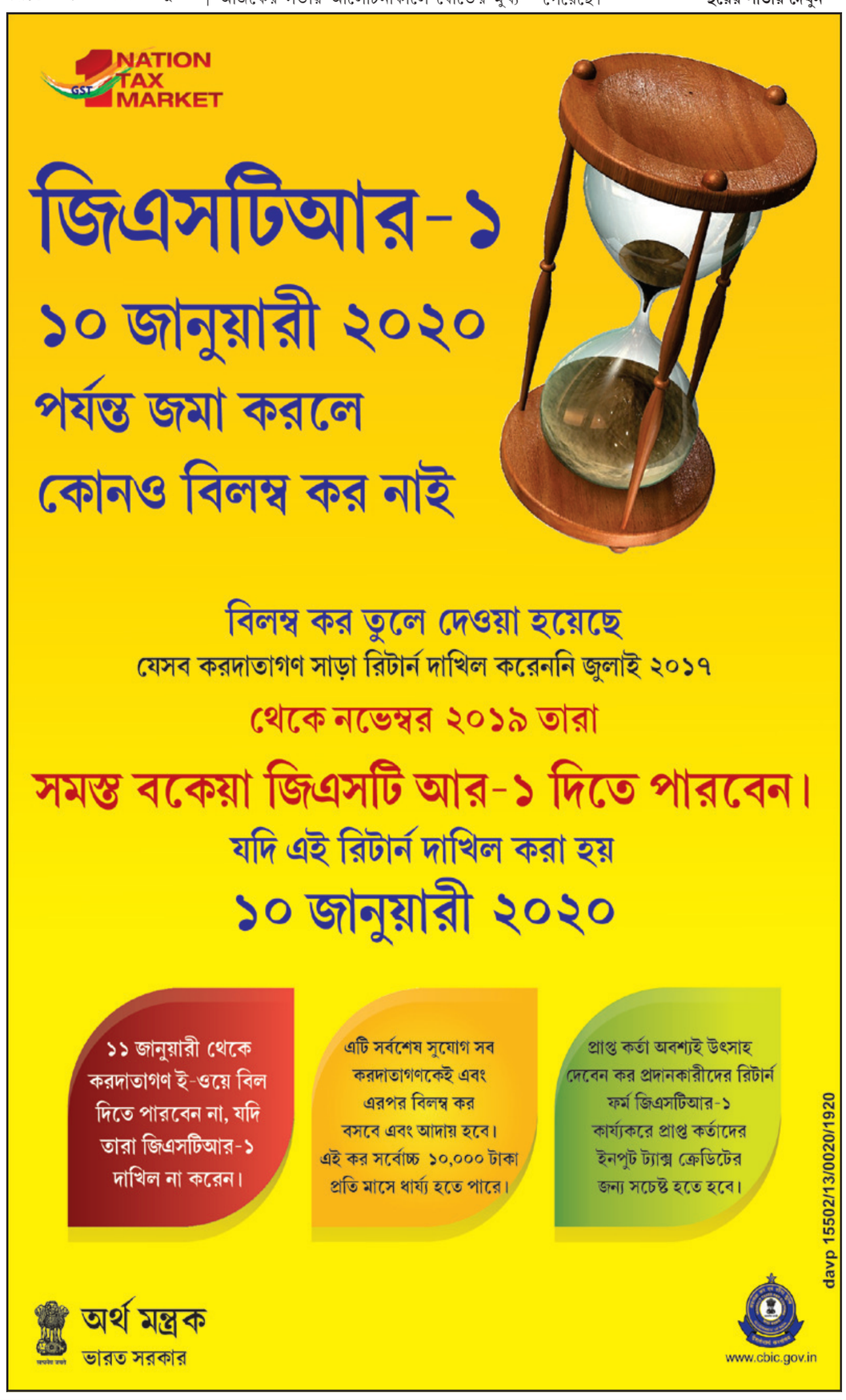

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।